পবিত্র হজ মরশুমের কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা সৌদি আরবের

সারে-জমিন

ভোটে অধীর কোনও ফ্যাক্টর হবে না: মমতা

রূপসী বাংলা

গাজায় যেভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটছে

সম্পাদকীয়

রামকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে: ফিরহাদ

সাধারণ

ফেভারিট জাপানকে হারিয়ে চমক ইরাকের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
২০ জানুয়ারি, ২০২৪
৪ মাঘ ১৪৩০
৭ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 20 ■ Daily APONZONE ■ 20 January 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বিজেপি ও আরএসএস দিল্লিতে বসেই দেশ চালানোর পক্ষে: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শুক্রবার বলেছেন, বিজেপি এবং আরএসএস দিল্লি থেকে পুরো দেশ শাসনের ধারণাকে পুরোপুরি সমর্থন করে। আসামের লখিমপুর জেলার গোগামুখের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার দ্বিতীয় দিনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল বলেন, তাঁর দল এ ধরনের ব্যবস্থার পক্ষে নয়।

বিজেপি এবং আরএসএস বিশ্বাস করে যে হিন্দুস্তান দিল্লি থেকে পরিচালিত হওয়া উচিত, একটি ভাষা এবং এক নেতা দিয়ে। আমরা একমত নই। দিল্লি থেকে অসম শাসিত হবে না। অসম থেকে প্রশাসন পরিচালিত হবে। গান্ধী জোর দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস সমস্ত রাজ্যকে সমানভাবে মূল্য দেয়, এ কারণেই তিনি পূর্বে মণিপুর থেকে পশ্চিমে মুম্বাই পর্যন্ত এই পদযাত্রার সূচনা করেছিলেন।তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এবং সেখানকার জনগণের নিরাপত্তা আমাদের কাছে অন্য যে কোনো রাজ্যের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

গত বছরের মে মাস থেকে মণিপুরে জাতিগত সংঘাত অব্যাহত থাকলেও মণিপুর সফর না করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেন তিনি। তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও রাজ্যে গৃহযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যও রাজ্যে আসেননি। উনি সেখানে যেতে পারবেন না, কারণ এর ফলে বিজেপির রাজনৈতিক বাস্তবতা সামনে চলে আসবে।

টানা দ্বিতীয় দিনের জন্য, রাহুল হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সমালোচনা করেছেন এবং তাকে 'সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত' মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে অভিহিত করেছেন।

রাহুল গান্ধি আরও বলেন, বিজেপি অসমের জন্য কাজ করে না এবং (প্রধানমন্ত্রী) নরেন্দ্র মোদী যা আদেশ করেন তা করে। তিনি বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী শুধু ঘৃণার ছদ্মবেশে জনগণের টাকা লুঠ করেন। কিন্তু টাকার শক্তি কখনই অসমের মানুষের শক্তিকে হারাতে পারবে না।

রাহুল গান্ধী আসামের মাজুলি ও লখিমপুর জেলা অতিক্রম করে তাঁর দ্বিতীয় দিনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। গোগামুখে রাত্রিযাপনের পর শনিবার অরুণাচল প্রদেশের উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি।

গুরুত্ব না দিলে বাংলায় নির্বাচনে একা লড়তে প্রস্তুত তৃণমূল: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটের অন্দরে গুঞ্জনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মীসভায় শুক্রবার জোর দিয়ে বলেছেন, তার দল রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ও ঐতিহ্যগতভাবে কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত মুর্শিদাবাদ জেলা ইউনিটের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে নিজের অবস্থান জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে তিনি দলের নেতাদের নির্বাচনী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জেলার তিনটি লোকসভা আসনেই তৃণমূলের জয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

২০১৯ সালের নির্বাচনে পাঁচবারের সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীর দখলে থাকা বহরমপুর আসনটিই দখল করতে পেরেছিল কংগ্রেস। এ ব্যাপারে এক প্রবীণ তৃণমূল নেতা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেন, আমাদের দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। কিন্তু বাংলায় যদি আমাদের বাদ দিয়ে আরএসপি, সিপিআই, সিপিএমকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে আমরা নিজেদের পথ তৈরি করব এবং ৪২ টি আসনেই লড়াই ও জেতার প্রস্তুতি নিতে হবে।

সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস ২৮ দলের শক্তিশালী 'ইন্ডিয়া' জোটের অংশ। তবে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম ও কংগ্রেস জোট বেঁধেছে তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে

অনিচ্ছুক তৃণমূলের আর এক নেতা পিটিআইকে বলেন, দলের প্রধান বলেছেন, তিনটি লোকসভা আসনেই জেতার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের এক বিধায়ক হুমায়ুন কবীর সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই জেলায় অধীর চৌধুরীর ফ্যাক্টর বলে উল্লেখ করলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করে বলেন, ঐক্যবদ্ধ লড়াই করলে তৃণমূল সাফল্যের স্বাদ পাবে।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে ফাটল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে প্রধান শরিক কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূলের দুটি আসনের প্রস্তাবকে কংগ্রেস অপর্যাপ্ত বলে মনে করেছিল, যা দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেছিল।

তৃণমূলের কট্টর সমালোচক অধীর চৌধুরী বলেন, কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আসন চাইবে না।

২০১৯ সালের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২২ টি আসন, কংগ্রেস ২ টি এবং বিজেপি পেয়েছিল ১৮ টি আসন।

লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী বহরমপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আবু হাসেম খান চৌধুরী মালদা দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে টানা তৃতীয়বার জয়ী হন।

গত নভেম্বরে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল, কংগ্রেস ও বামেদের জোটের প্রতি আস্থা প্রকাশ করে তৃণমূল নেত্রী তাঁর প্রস্তাব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম দ্রুত খারিজ করে দেন এবং কিছু কংগ্রেস নেতার সমালোচনা করেন। এর কয়েকদিন পরেই মমতা দুই দলের বিরুদ্ধে বিজেপির জোট বেঁধে পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া শিবিরের মোকাবিলা করার আশ্বাস দেন।

তৃণমূল কংগ্রেস গত সপ্তাহে ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠক থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতাগুলি স্বীকার করার ও ক্ষমতাসীন দলকে রাজ্যের রাজনৈতিক লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এর আগে ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সাথে জোট করেছিল, যার ফলে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

বিলকিসের ১১ ধর্ষকের আত্মসমর্পণের মেয়াদ বৃদ্ধির আর্জি খারিজ

আপনজন ডেস্ক: বিলকিস বানুর ধর্ষণকারীদের আত্মসমর্পণের জন্য সময় দেওয়ার আর্জি নামঞ্জুর করেছেন সুপ্রিম কোর্ট। তাই মুক্তিপ্রাপ্ত ১১ অপরাধীকে আগামী রবিবারের মধ্যে কারাগারে যেতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি ভি নাগরত্না ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ শুক্রবার এই নির্দেশ দেয়। ২০০২ সালের গুজরাত দাঙ্গার সময় বিলকিস বানুকে ধর্ষণ ও তার পরিবারের ৭ সদস্যকে হত্যাকারী ওই ১১ অপরাধীর মধ্যে ১০ জন আত্মসমর্পণ করার মেয়াদ এক থেকে দেড় মাস বাড়িয়ে দিতে সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।

আবেদন খারিজ করে আদালত বলেছে, আত্মসমর্পণ করার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তেমন কোনো জোরালো ও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ দেখানো হয়নি। সবাইকে রবিবারের মধ্যেই কারাগারে ফিরে যেতে হবে।

ওই ১১ জন অপরাধীকে গুজরাট সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই রাজ্যের কারাগার থেকে ২০২২ সালের ১৪ আগস্ট মুক্তি দেওয়া হয়। গুজরাট সরকারের সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়।

বিলকিস বানুও মামলা করে জানিয়েছিলেন, মুক্তির খবর তাঁকে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলার রায় দেন ৮ জানুয়ারি। তাতে বলা হয়েছিল, মুক্তিদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো ক্ষমতাই গুজরাত সরকারের নেই। কারণ, মামলার বিচার হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্র সরকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত। রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করে সুপ্রিম কোর্ট এই কথাও

বলেছিলেন, মুক্তির আবেদনে তথ্য গোপন করা হয়েছিল। অপরাধীদের আত্মসমর্পণের জন্য ১৪ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। ২১ জানুয়ারি, রোববার সেই সময়সীমা শেষ হবে। সেই দিনের মধ্যেই অপরাধীদের জেলে যেতে হবে।

গত বৃহস্পতিবার ওই ১১ অপরাধীর মধ্যে ১০ জন সুপ্রিম কোর্টে আত্মসমর্পণের সময় এক থেকে দেড় মাস বাড়ানোর জন্য আবেদন করেন। বিচারপতি নাগরত্না ও বিচারপতি ভুঁইয়ার এজলাসে তারা দ্রুত আবেদনটি শোনার আর্জি জানায়। আর্জিটি গ্রহণ করে বিচারপতিরা বলেন, প্রধান বিচারপতির সায় পেলেই তা শোনা হবে।

শুক্রবার শুনানি শেষে সেই আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালত বলেছে, যে ধরনের কারণ দেখিয়ে সময় বাড়ানোর আরজি জানানো হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবেদনে কেউ বলেছিলেন, এটা ফসল কাটার সময়। সে জন্য পরিবারকে সাহায্য করতে হবে। কারও দাবি, বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখাশোনা করতে হচ্ছে; কেউ পারিবারিক সমস্যা, কেউ আবার চিকিৎসার কারণ উল্লেখ করেছিল। কেউ বলেছিল, পরিবারে বিয়ে আছে। কারও আর্জি ছিল এক মাস সময় বাড়ানোর, কারও দেড় মাস। কিন্তু সেসব আর্জি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত।

অন্যদিকে, শুক্রবার গুজরাতের দাহোদ জেলার এক উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ২০০২ সালের বিলকিস বানু গণধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত সকলেই পুলিশের নজরদারিতে ছিল।

লিমখেদা ডিভিশনের সহকারী পুলিশ সুপার বিশাখা জৈন বলেছেন, ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট গুজরাত সরকারের দেওয়া মকুব খারিজ দেওয়ার পর থেকেই ওরা পুলিশি নজরদারিতে রয়েছে।

২০০২ সালে গোধরা দাঙ্গার সময় ২১ বছর বয়সি বিসকিস বানু ওই ১১ জনের ধর্ষণের শিকার হন। তখন তিনি পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ওই অপরাধীরা বিলকিসের শিশুকন্যাসহ তাঁর পরিবারের সাতজনকে হত্যাও করেন। ন্যায়বিচারের স্বার্থে মামলাটি গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু ১৪ বছর কারাবাসের পর গুজরাট সরকার পুরোনো এক নীতি অনুযায়ী ওই অপরাধীদের মুক্তি দেয়।

রেশন দোকানে মোদির ছবি না রাখায় রাজ্যের ৭,০০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর প্রচার অভিযানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাধ্য করার এক অদ্ভুত প্রচেষ্টায়, কেন্দ্রীয় সরকার রেশন দোকানে তার ছবি প্রদর্শন না করার জন্য রাজ্য থেকে ৭,০০০ কোটি টাকা আটকে রেখেছে।

জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের (এনএফএসএ) লোগো এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি সম্বলিত সাইন বোর্ড এবং ফ্লেক্স রাজ্য জুড়ে রেশন দোকানগুলিতে প্রদর্শনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এখনও সরকারের নির্দেশ মেনে চলেনি। রাজ্য থেকে যে টাকা আটকানো হচ্ছিল তা ছিল কেন্দ্রীয় প্রকল্পেধান কেনার জন্য। রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই অর্থ ফেরত দিতে অস্বীকার করায় চলতি আর্থিক বছরে রাজ্যে ধান সংগ্রহে মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কেন্দ্রের জন্য এই আর্থিক বছরে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রকল্পের জন্য ৮.৫২ লক্ষ টন সংগ্রহ করেছে। এ বছর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৭০ লাখ টনের বিপরীতে কেন্দ্রীয় পুলের জন্য ২২ লাখ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে যে ধান কেনা হয়েছিল, তার প্রতিদান এখনও রাজ্য সরকার পায়নি। রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি মরশুমে রাজ্য তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৭০ লক্ষ টন

সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে, যা ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত চলবে। এর মধ্যে রাজ্য পর্যাপ্ত তহবিল না পেলে পুরো ক্রয় প্রক্রিয়াটি বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্র্যান্ডিং নিয়ে প্রথম ঝামেলা এই প্রথম নয়, এর আগেও নরেন্দ্র মোদী সরকার ব্র্যান্ডিং ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুদান আটকে দিয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (এনএইচএম) অধীনে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রঙের কারণে আটকে দেওয়া হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, আন্তরিকভাবে আমি অনুরোধ করব পশ্চিমবঙ্গে এনএইচএম তহবিল অবিলম্বে ছাড়ার জন্য এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে নির্দিষ্ট গেরুয়া রঙ করার শর্তগুলি অপসারণের জন্য দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন, যাতে দরিদ্র মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাবে ভুগতে না হয়। কারণ র বিরোধিতা করে বলেছে, "এই ভবনগুলি ২০১১ সাল থেকে রাজ্যের রঙে নির্মিত হচ্ছে।

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
www.aponzonepatrika.com

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ • ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই

মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-
দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

প্রথম নজর

তৃণমূল নেতার নাচের ভিডিও ভাইরাল

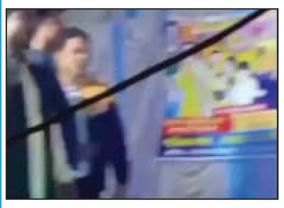

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে বেসামাল অবস্থায় নাচের ভিডিও ভাইরাল তৃণমূলের জেলা সভাপতির। তিনি আবার পেশায় শিক্ষক। প্রসঙ্গত, এলাকার ঘোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ঘোলা কাপের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষেই ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানেই মদ্যপ অবস্থায় বেদম নাচতে দেখা গেল ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি সুশান্ত মণ্ডলকে। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু বেড়াচ্ছে সেই ভিডিয়ো। তৈরি হয়েছে বিতর্ক। তোপ দাগছে বিরোধীরা শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। ঘটনায় সুশান্ত মণ্ডল বলছেন, সারাদিন খেলা হয়েছিল ক্লাবে। সেখানে ক্লাবের সদস্যরা সকলেই মিলে আনন্দ করছিলাম। কে ছবি তুলেছে, কে ভাইরাল করেছে জানি না! আমরা কী তাহলে একটু নিজেদের মধ্যে আনন্দ ফূর্তিও করতে পারব না?

উলুবেড়িয়া হাসপাতালে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়ালিসিস বিভাগে আগুন। শুক্রবার বিকেলে এসির শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ওই সময় ডায়ালিসিস বিভাগে জনাকয়েক রোগীর চিকিৎসা চলছিল। আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দুমকলের ২ টি ইঞ্জিন।প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গেছে, ডায়ালিসিস বিভাগে তখন ৪ জন রোগী ছিলেন। সেইসময় আচমকাই ওই বিভাগে আগুন লেগে যায়। বিকট শব্দে আগুন পুরো বিভাগে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। সেখানে থাকা বিভিন্ন মেশিনপত্র আগুনে পুড়ে যায়। আগুন দেখে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রোগীদের মধ্যে।

পুলিশ ও মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা একই দিনে

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিম বঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এবং ঘোষিত মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা! রাজ্যে একই দিনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিভাগে চাকরি পরীক্ষা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন পরীক্ষার্থীরা। বহুদিন বাদ সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হবেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি সাজিদুর রহমান। তিনি এটাকে রাজ্য সরকারের একটি চক্রান্ত ও দ্বিচারিতা বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সমস্ত সংখ্যালঘু পরীক্ষার্থীরা এমএসসি ও কলকাতা পুলিশের পরীক্ষা জন্য আবেদন করেছিল তারা কি করবে, কোন পরীক্ষায় বসবে? ১২ বছর পর এম এস সি পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে এই ছাত্ররা অংশগ্রহণ করলে অন্য পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হবেন। একাধিক ছাত্ররাও বলেছেন রাজ্য সরকার চাইছেন না পুলিশ বিভাগে মুসলিম ছাত্ররা আসুক। এই সম্প্রদায়ের অজস্র মেধাবি পড়ুয়ারা নিয়োগ পরীক্ষায় পিছিয়ে থাকুক। সপ্তম এস এলএস টি পরীক্ষায় অবিলম্বে

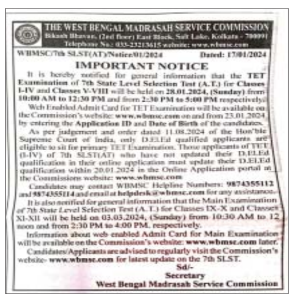

THE WEST BENGAL MADRASAH SERVICE COMMISSION
Bikash Bhavan, (2nd floor) East Block, Salt Lake, Kolkata - 700091
Telephone No.: 033-23213615 website: www.wbmsc.com

WBMSC/7th SLST(AT)/Notice/01/2024 Dated: 17/01/2024

IMPORTANT NOTICE

It is hereby notified for general information that the TET Examination of 7th State Level Selection Test (A.T.) for Classes I-IV and Classes V-VIII will be held on 28.01.2024, (Sunday) from 10:00 AM to 12:30 PM and from 2:30 PM to 5:00 PM respectively.

Web Enabled Admit Card for TET Examination will be available on the Commission's website: www.wbmsc.com on and from 23.01.2024 by entering the Application ID and Date of Birth of the candidates.

As per judgement and order dated 11.08.2024 of the Hon'ble Supreme Court of India, only D.El.Ed qualified applicants are eligible to sit for primary TET Examination. Those applicants of TET (I-IV) of 7th SLST(AT) who have not updated their D.El.Ed qualification in their online application must update their D.El.Ed qualification within 20.01.2024 in the Online Application portal in the Commissions website: www.wbmsc.com

Candidates may contact WBMSC Helpline Numbers: 9874355112 and 9874355114 and email at helpdesk@wbmsc.com for any assistance.

It is also notified for general information that the Main Examination of 7th State Level Selection Test (A.T.) for Classes IX-X and Classes XI-XII will be held on 03.03.2024, (Sunday) from 10:30 AM to 12 noon and from 2:30 PM to 4:00 PM, respectively.

Information about web enabled Admit Card for Main Examination will be available on the Commission's website: www.wbmsc.com later.

Candidates/Applicants are advised to regularly visit the Commission's website- www.wbmsc.com for latest update on the 7th SLST.

Sd/-
Secretary
West Bengal Madrasah Service Commission

টেট (I-VIII) থেকে নেগেটিভ মার্কের বিষয়ে উল্লিখিত ইনফর্মেশন গাইড লাইনের মধ্যে যে নেগেটিভ মার্কসের কথা বলা হয়েছে সেখানে প্রবল ধোঁয়াশা রয়েছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেছেন।

অস্নাতক ও আপার প্রাইমারির ক্ষেত্রে টেট থেকে নেগেটিভ মার্কস প্রত্যাহার করে শুধুমাত্র পাস মার্ক ৬০শতাংশ লাঘু করার দাবি উঠেছে।যেটা এন সি টি ই গাইড লাইনে আছে। আসলে এটি ধোঁকাবাজি চলছে ও সেই সম্প্রদায়ের ছাত্রদের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।এই সমস্ত বিষয় কে কেন্দ্র করে কমিশন থেকে শুরু করে কোর্ট পর্যন্ত জল গড়িয়েছিল, পরীক্ষার্থীরাও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

পাকা রাস্তা তৈরি ও পুকুর খননের সূচনা রাজনগরের ভবানীপুরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: রাজনগর ব্লকের ভবানীপুর পঞ্চায়েতের কানমোড়া গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরি ও পুকুর খনন কাজের শুভসূচনা করা হয় শুক্রবার।

জানা যায় যে,ভবানীপুর অঞ্চলের কানমোড়া থেকে ধবনা হয়ে মহিসাগ্রাম পর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরির কাজের সূচনা করলেন রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু। পাশাপাশি এই গ্রামেই একটি সেচপুকুর খনন কাজেরও সূচনা করেন তিনি। রাস্তাটি তৈরি করতে খরচ হবে প্রায় চার কোটি ৩২ লক্ষ টাকা এবং ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুকুরটি খনন করা হবে বলে জানা যায়। এক সাক্ষাৎকারে রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সুকুমার সাধু জানিয়েছেন যে, কানমোড়া থেকে মহিষাগ্রাম পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তার জন্য এলাকার মানুষের খুবই চাহিদা ছিল। যাতায়াতের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই রাস্তাটি তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।পাশাপাশি এই গ্রাম এলাকার চাষিরা যাতে পুকুর থেকে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে চাষাবাদ করতে পারেন সে জন্যই একটি পুকুর খননেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে।

এদিনের অনুষ্ঠানে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী রানা প্রতাপ রায়, ইলিয়াস খান, মৃণাল কান্তি সাহা, শান্তিরাম চক্রবর্তী,গোপীনাথ মন্ডল, সেখ দিলখুস,সেখ ইস্তাহার,জহিরউদ্দিন খান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাস্তা তৈরি ও পুকুর খনন কাজের শুভ সূচনা ঘিরে এলাকাবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

লোকসভা ভোটে অধীর কোনও ফ্যাক্টর হবে না, জেলা তৃণমূলকে বললেন মমতা

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: অধীর চৌধুরীকে নিয়ে বেশি ভাবতে হবে না। লোকসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদের তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে শুক্রবার এই স্পষ্ট বার্তাই দিয়ে রাখলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, নিজের কালীঘাটের বাড়িতে ডাকা বৈঠকে মমতা বলেছেন, সবাই মিলে লড়াই করলে অধীর কোনও ফ্যাক্টর হবে না। জেলা পার্টিকে দিদির পরামর্শ, অধীরকে উপেক্ষা করতে হবে। ওঁর কথা মাথা থেকে সরাতে হবে।শুক্রবারের মুর্শিদাবাদ-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সূত্রের খবর, উপনির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জিতে তৃণমূলে যোগ দেওয়া সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাসের উদ্দেশে অভিষেক বলেন, কংগ্রেসে থাকাকালীন তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি যায়নি। এখন যাচ্ছে। এর উদ্দেশ্য বুঝতে হবে আপনাদের। একই কথা বলা হয়েছে ডোমকলের তৃণমূল বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের উদ্দেশেও।

প্রসঙ্গত, এই দু'জনের বাড়িতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হানা দিয়েছিল। জাফিকুলের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার হয়েছে বলেও দাবি করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।তৃণমূল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে সতর্ক করেছেন মমতা। কয়েক মাস আগে হুয়ায়ুনের 'বিদ্রোহ' শাসকদলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পর তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছিল দল। জানা গিয়েছে, শুক্রবারের বৈঠকে হুয়ায়ুনকে সংবাদমাধ্যমের সামনে একটু কম কথা বলার নির্দেশ দেন মমতা। অতীতেও হুমায়ুনকে তাঁর বেলগাম কথাবার্তার জন্য নেত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছিল। শুক্রবারের বৈঠকে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদের সাংসদ খলিলুর রহমান এবং আবু তাহের খানের কাজেরও প্রশংসা করেছেন নেত্রী।সমাজমাধ্যমে জেলা বা ব্লক স্তরে তৃণমূল নেতাদের আকচাআকচি নতুন নয়। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে 'তুই বড় না মুই বড়' লড়াই রয়েছেই। শুক্রবারের বৈঠকে সে ব্যাপারেও দলের নেতাদের কড়া বার্তা দিয়েছেন মমতা। সূত্রের খবর, তৃণমূলনেত্রী স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, সব খবর তাঁর কাছে আসে। সব খবর পান তিনি। তেমন হলে দল কড়া পদক্ষেপ করতে পিছপা হবে না।

তবে কি একলা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছেন তৃণমূল নেত্রী? স্পষ্ট না করে তিনি বরং দায় ঠেলে রাখলেন কংগ্রেসের দিকেই। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম বড় শরিক তৃণমূল। তাদের বাদ দিয়ে এ রাজ্যে অন্য কাউকে কংগ্রেস বেশি প্রাধান্য দিলে, তৃণমূল নিজের মতোই ভাববে। সে ক্ষেত্রে রাজ্যে এ বারও ৪২ আসনেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী।

কংগ্রেস-তৃণমূলের আসন সমঝোতার ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ অন্যতম আলোচিত জেলা। ২০১৯ সালে প্রথমবার এই জেলায় লোকসভা আসন জিতেছিল তৃণমূল। একসঙ্গে দু'টি। গত লোকসভা ভোটের সময়ে তৃণমূলের তরফে মুর্শিদাবাদের দায়িত্বে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ জিতলেও গত বার অধীরকে হারাতে পারেনি তৃণমূল।

রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন অনুমতি ছাড়া মিছিল নয় রাজ্যে: ডিজি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন পুলিশের সমস্ত ছুটি বাতিল করল লালবাজার। সোমবার পুলিশের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের কোথাও কোনো মিছিল করা যাবে না ।কড়া নির্দেশ রাজিব কুমারের।ঐদিন গোটা শহরে একাধিক জায়গায় পুলিশ পিকেটিং, মোবাইল ভ্যান পেট্রোলিং এবং মোটরসাইকেলে অলিতে গলিতে নজরদারি জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যাতে রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন মহানগরীর রাজপথে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রীতি ও সংহতির বার্তা নিয়ে তিনি মিছিল করে যাবেন পার্ক সার্কাসে। সেখানে তিনি সভা করবেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলের রুটে পুলিশের নজরদারি জোরদার করা হচ্ছে। পার্ক সার্কাস এলাকায় রবিবার রাত থেকেই রেফ ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন থাকবে। কলকাতা পুলিশের সব কটি ডিভিশনের থানার ওসিদের সোমবার সকাল থেকে এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালবাজারে কন্ট্রোল রুম থেকেও গোটা শহরে নজরদারি চালানো হবে। জানা গিয়েছে

ইতিমধ্যে গোয়েন্দা দপ্তরকে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে গোটা শহরে কোন কোন এলাকা উত্তেজনাপ্রবণ তা চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও রাম মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠান রাস্তার ধারে জায়েন্ট স্ক্রিনে যদি দেখানো হয় সেই স্পট চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। শহরে বহিরাগতদের ওপর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অতিথিশালা , গেস্ট হাউস ও হোটেল গুলিতে কারা রয়েছেন এবং তারা কোথা থেকে এসেছেন এবং কতদিন থাকবেন সমস্ত তথ্য শহরের যেসব এলাকায় হোটেল , অতিথি শালা রয়েছে সেই সব এলাকায় সংশ্লিষ্ট থানা কে তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার কোন কোন রাজনৈতিক দলের কি কি ধরনের কর্মসূচি আছে তার আগাম তথ্য সংগ্রহ করছে লালবাজার। সপ্তাহের প্রথম দিনে অযোধ্যার রাম মন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে শহরে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি না হয় তার জন্য পুলিশকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। শুক্রবার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। এর পরই নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও নজরদারি জোরদার করতে আরো তৎপর হয়ে ওঠে কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার লাল বাজার ও রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার পুলিশের বড় কর্তাদের দফায় দফায় তথ্য সংগ্রহের বৈঠক হয়। এরপরই সোমবার সমস্ত পুলিশ কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়। ঐদিন শহরের পাশাপাশি জেলায় জেলায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন নেট সংস্থাগুলি সঙ্গেও আগাম আলোচনা সেরে দেখতে চলেছে প্রশাসন । যাতে প্রয়োজন বোধে এলাকাভিত্তিক নেটের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে যাতে কোন উত্তেজনা তৈরি না হয় তার জন্যই আগাম সতর্ক থাকছে পুলিশ। রাজ্যের সব কটি কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনারদের নজরদারি জোরদার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুর্শিদাদাবাদ তৃণমূলে এক ব্যক্তি এক পদ শুধুই কি ব্যানারে?

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: এক ব্যক্তি, এক পদ! একটা সময় তৃণমূলের এই নীতি চর্চা ফেলেছিল বাংলার রাজনীতিতে। অথচ সেসব ব্যানারে লেখা থাকলেও বাস্তবে তা হচ্ছে কোথায়? মুর্শিদাবাদ জেলা সহ রাজ্যজুড়ে ব্লক পরিচালনায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কে গুরুত্ব দিয়ে বেছে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার ব্লক সভাপতির তালিকা প্রকাশ হতেই রাজ্যজুড়ে ব্লক এবং জেলা নেতৃত্বের মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলাও তাতে পিছিয়ে নেই।

জঙ্গিপুর ও বহরমপুর সাংগঠনিক জেলা মিলিয়ে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের মোট ৩২ জন ব্লক সভাপতির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বুধবার। সংগঠন পরিচালনায় সুবিধা হবে ভেবে কয়েকটি ব্লককে ভেঙে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে এই তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গিয়েছে। ৩২ জন ব্লক সভাপতির মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য আছেন চারজন। পাশাপাশি সুতি-১ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী সিরাজুল ইসলাম ওই ব্লকের সভাপতি। পাশাপাশি জেলা পরিষদ থেকে ব্লক সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে নির্বাচিত সদস্যদের। জেলা পরিষদের ৯ সদস্য ব্লক পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন। অন্যদিকে ভগবানগোলা-২ ব্লকের জেলা পরিষদ সদস্যা শাহানাজ

বেগমের স্বামী আব্দুর রউফ ব্লক সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে পুনর্বহাল রয়েছেন। জেলা পরিষদ সদস্যদের পাশাপাশি তিন কর্মাধ্যক্ষকেও ব্লক সভাপতি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভগবানগোলা-১ ব্লকের সভাপতি করা হয়েছে বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রিয়াত হোসেন সরকারকে, নওদা ব্লকের দায়িত্বে রয়েছেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শফিউজ্জামান শেখ, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান কে দেওয়া হয়েছে ভরতপুর-২ ব্লকের দায়িত্ব।

অন্যদিকে জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যকে ব্লক সভাপতি করতে গিয়ে লালগোলার ব্লক সভাপতি তথা দলের প্রথম দিকের সদস্য দিলসাদ আলিকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'দলে বারংবার ঘোষণা হয়েছে এক ব্যক্তি এক পদ, কিন্তু তা মানে হচ্ছে কোথায়? দলের পরিচালনার দায়িত্ব এভাবে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে তুলে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে দলের সংগঠনকে দুর্বল করে দেওয়া হচ্ছে। সুযোগ পেলে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে বিষয়টি তুলে ধরব।'

নওদার বিধায়ক শাহিনা মমতাজ খান বলেন, 'যারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে তারা তো একটা দায়িত্বে আছেন, ফের তাদের কেনো বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হল? অবশ্যই এ ব্যাপারে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড বলেন, 'এই তালিকা রাজ্য থেকে প্রকাশ হয়েছে, তাই এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

কিন্তু যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে 'এক ব্যক্তি এক পদ' নিয়ে জোরদার প্রচার চালিয়েছে, সেখানে জেলা সভাপতি থেকে শুরু করে ব্লক সভাপতি বেশিরভাগ টাই নির্বাচিত সদস্য। সেখানে তৃণমূল শুধুমাত্র ব্যানারেই 'এক ব্যক্তি এক পদ' স্লোগান তুলেছিল? প্রশ্ন তুলেছে দলীয় কর্মীদের একাংশ।

ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত ফাঁসিরঘাটে একটি সড়ক সেতুর দাবিতে সরব হয়ে উঠেছেন সেখানকার মানুষজন। এ নিয়ে সক্রিয় হয়েছে ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি। ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিশেষ নির্দেশে কোচবিহার জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে ২০০ কোটি টাকা ব্যায় বরাদ্দ ধরে কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যানিং সেকশন সার্ভে রিপোর্ট পেশ করেছে রাজ্য সরকারের কাছে। যার কারণে কোচবিহার বাসীর মধ্যে আসার সঞ্চার হয়েছে ফাঁসিরঘাটে একটি সড়ক সেতু তৈরি হবে বলে। চলতি বছরে সেতু আন্দোলন কমিটি আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও সাফল্য তুলে ধরে ক্যালেন্ডার প্রকাশিত করেছে। শুক্রবার সেতু আন্দোলন কমিটির অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যালেন্ডার উন্মোচন করেন সেতু আন্দোলন কমিটির সম্পাদক আইনজীবী মনিরুজ্জামান ব্যাপারী। ক্যালেন্ডার উন্মোচনের সময় উপস্থিত ছিলেন কমিটির সভাপতি কাওসার আলম ব্যাপারী, শাহানুর হোসেন টোটন, শাহরিয়ার আজমল ও আরো অনেকে। ক্যালেন্ডার উন্মোচন করে কমিটির সম্পাদক মনিরুজ্জামান ব্যাপারী বলেন, আমাদের ক্যালেন্ডারটি বিভিন্ন অফিস ও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, যার ফলে আন্দোলন আরো জনগণের মাঝে ছড়িয়ে পড়বে। আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও বর্তমান পর্যায়ের সাফল্য সম্পর্কে মানুষ ওয়াকিবহাল হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জিআই স্বীকৃতি পেতে চলেছে পুখুরিয়া গ্রামের কাঁসার বাটি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: এবার জিআই স্বীকৃতি পেত চলেছে সিমলাপালের পুখুরিয়া গ্রামের কাঁসার বাটি, বাঁকুড়া জেলার দক্ষিনে সিমলাপাল ব্লকের বিক্রমপুর অঞ্চলের পুখুরিয়া গ্রাম গ্রামের বেশীরভাগ কর্মকার সম্প্রদায়ের বসবাস। আর কর্মকার থাকা মানেই কামারশালা এখানের কামারশালাটা একটু অন্যরকম এখনে রাং ও তামার মিশনে কাঁসার বাটি তৈরি করা হয়। তাও আবার পিটিয়ে এই বাটি ৮০০ গ্রাম থেকে ৩৫ কেজি পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত হয়েছে এই গ্রামে। কেজি প্রতি ১৬০০ থেকে১৭০০ টাকা পড়ে। ৮৫ টার মতো কমারশালা বা ইউনিট রয়েছে এই গ্রামে, এই জামবাটি ভারতের বাজারে সেরকমভাবে বিক্রি না হলেও বিদেশের বাজারে কদর রয়েছে। জানাযায় বিদেশে এই জামবাটি গুলি সাউন্ড থেরাপি চিকিৎসাতে কাজে লাগে তাই এর কদর অনেক বেশি। ঘর সাজানো কাজে ব্যবহার করা হয় এই কাঁসার বাটি অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, নেপাল, ফ্রান্স, ইতালি ইউরোপ কান্ট্রি গুলিতে এর কদর বেশি। এছাড়াও কলকাতা ও দিল্লিতে এর সাউন্ড থেরাপি শুরু হয়েছে বলেই জানা যায়।

রহিমার বিধায়ক তহবিলে বাতি স্তম্ভ স্থাপন

মনিরুজ্জামান ● দেগঙ্গা

আপনজন: দেগঙ্গার দুইবারের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের রহিমা মন্ডল তাঁর বিধানসভা এলাকাকে উন্নয়নের অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে চান।আর সেইজন্য তিনি নিরন্তর কাজ করে চলেছেন তাঁর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তাঁর বিধানসভা এলাকার মধ্যে কোটরা, কদম্বগাছি,সোহাই শ্বেতপুর,নুরনগর,আমুলিয়া, চাকলা,কলসুর,চৌরাশি, বেড়াচাঁপা ১,বেড়াচাঁপা ২ এবং হাদিপুর ঝিকরা ১ এই ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত অবস্থিত। তিনি এই ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন স্থানে আলোকিতকরণের জন্য তাঁর বিধায়ক তহবিলের অর্থানুকূল্যে মিনি মাস্ট বাতি স্তম্ভ স্হাপন করেছেন।এই বাতি স্তম্ভ স্হাপন করার ফলে এলাকার মানুষসহ পথচারী মানুষের যথেষ্ট উপকার হবে। বিধায়ক রহিমা মন্ডল বলেন, আমার বিধানসভা এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য এই বাতি স্তম্ভগুলি লাগানো হয়েছে।

রাজ্য হজ কমিটির উদ্যোগে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অশোকনগর

আপনজন: শুক্রবার সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হজ কমিটির উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালায় প্রাঙ্গনে সিভিল সার্ভিস কোচিং তথা আইএএস পরীক্ষার জন্য একটি সচেতনতা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্পর্কে বার্তা দেওয়া এবং সচেতন করা তথা ইউপিএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা।সেই পরীক্ষায় কি ভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কি ভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়অ হয। এদিনের আয়োজনের বিশেষ ভুমিকা নেন অথ্যক্ষ রাজেশ দাস

সহ সহকারী অধ্যাপক আসিফ হোসেন, এবং অ-শিক্ষক কর্মচারী আব্দুল আলিমও।

এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুরের এসডিও ইকাম জে সিংহ, এএসপি রাসপ্রীত সিংহ, নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালায়ের প্রিন্সিপাল ড. রাজেশ দাস, সামসেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও সুজিত লোধ এবং জেলা শিক্ষা বিভাগীয় সুপারভাইজর তাহামিনা গাজী। এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন নুর মহম্মাদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ডি. এন. সি. কলেজ, জঙ্গিপুর কলেজ ও সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। আরও উপস্থিত ছিল নুর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমস্ত অ-শিক্ষক কর্মচারী এবং বহিরাগত ছাত্রছাত্রী এবং অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ইকাম যে সিংহ এবং রাসপ্রীত সিংহ ইউপিএসসি পরীক্ষার কতগুলি ধাপ আছে, কোন পর্যায়ে কি ভাবে পড়তে হবে ও প্রস্তুত নিতে হবে, কি ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, কি ভাবে ইন্টার্ভিউ এর জন্য প্রস্তুত নিতে হবে তা বর্ণনা করেন। উল্লেখ্য, রাজ্য হজ কমিটি আগামী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিনামূল্যে প্রস্তুতির জন্য পরীক্ষার আবেদন নিতে শুরু করেছে। শেষ তারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি।

উদার আকাশ স্টলের উদ্বোধন মইনুল হাসানের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ৪৭ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় উদার আকাশ প্রকাশনের ১৮৩ নম্বর স্টলের উদ্বোধন করলেন লেখক ও সাবেক সাংসদ ড. মইনুল হাসান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'অন্য গাঁয়ের আখ্যান' গল্প সংকলনের লেখক ডাঃ মোঃ আবেদ আলি, সাহিত্যসেবক হাবিবুর রহমান। এ বিষয়ে উদার আকাশের কর্ণধার ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, উদার আকাশ প্রকাশনের সব গ্রন্থের সঙ্গে থাকছে গবেষণামূলক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। থাকছে কাব্যগ্রন্থ, প্রবন্ধ সংকলন, উপন্যাস ও গল্প সংকলন।এবছর উদার আকাশ প্রকাশন থেকে ২১টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায়। ফারুক আরও জানান, ২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার প্রেস কর্নারে 'ইসলামের পরিচয়' গ্রন্থের জন্য উদার আকাশের তরফে 'আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হবে ইসলামবেত্তা জনাব মহিউদ্দিন সরকারকে। ওই দিন কাজী নজরুল ইসলাম-এর লেখা দেশাত্মবোধক 'নজরুল গীত' পরিবেশন করবেন বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ।

প্রথম নজর

থাইল্যান্ডে লিথিয়ামের তৃতীয় বৃহত্তম মজুদ আবিষ্কার

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ড প্রায় ১৫ মিলিয়ন (দেড় কোটি) টন লিথিয়ামের মজুদ আবিষ্কার করেছে। এটি বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি) উৎপাদনের জন্য আঞ্চলিক কেন্দ্রে পরিণত হতে দেশটির লক্ষ্যের জন্য উৎসাহ জোগাবে। শুক্রবার একজন সরকারি মুখপাত্রের বরাত দিয়ে এএফপি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ আবিষ্কারের অর্থ হলো, বলিভিয়া এবং আর্জেন্টিনার পরে থাইল্যান্ডে লিথিয়ামের তৃতীয় বৃহত্তম মজুদ রয়েছে। তবে সেখানে বাণিজ্যিকভাবে কতটা লিথিয়াম শোধন করা যেতে পারে তা এখনো স্পষ্ট নয়। টেলিভিশন স্টেশন দ্য নেশনকে সরকারের উপমুখপাত্র রুদক্লাও ইন্তাওং সুওয়ানকিরি জানিয়েছেন, দক্ষিণাঞ্চলীয় ফাং এনগা প্রদেশের দুটি পৃথক জায়গায় ১৪.৮ মিলিয়ন টন লিথিয়াম ছড়িয়ে রয়েছে। দ্য নেশনকে রুডক্লাও বলেছেন, 'আমরা যে সম্পদ পেয়েছি, তা থেকে আমরা কতটা ব্যবহার করতে পারব তা নির্ধারণের চেষ্টা করছি। এতে সময় লাগবে।' মুখপাত্র রুডক্লাও লিথিয়াম আবিষ্কার সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি একটি ভালো খবর। বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি উৎপাদনে থাইল্যান্ডের স্বনির্ভর হওয়ার এটি একটি সুযোগ।'
এএফপি অনুসারে, বৈদ্যুতিক গাড়ির পাশাপাশি স্মার্টফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিকসে ব্যবহৃত ব্যাটারি তৈরিতে লিথিয়াম একটি মূল উপাদান। প্রধানমন্ত্রী স্রেথা থাভিসিনের সরকার গত আগস্টে দেশটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য একটি আঞ্চলিক উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে থাইল্যান্ডকে উন্নীত করার চেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রচলিত গাড়ি সংযোজনে দেশটির ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তারা এ পদক্ষেপ নিয়েছে।

থাই রাজতন্ত্রের সমালোচনা করায় ৫০ বছরের কারাদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডে রাজতন্ত্রের সমালোচনা করায় দেশটির এক নাগরিককে ৫০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। দেশটির রাজতন্ত্রের মানহানিবিরোধী কঠোর আইনের (লিজ-ম্যাজিস্টি আইন) অধীনে কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া সবচেয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড এটি।
বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) এই সাজা ঘোষণা করা হয় বলে জানিয়েছে দেশটির একটি আইনি অধিকারগোষ্ঠী।
সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রেকর্ড-ভাঙা সাজা পাওয়া ব্যক্তির নাম মংকোল থিরাকোট। ৩০ বছর বয়সী গণতন্ত্রপন্থী সাবেক কর্মী মংকোলকে এই সাজা দেন দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় শহর চিয়াং রাইয়ের একটি আপিল আদালত।
ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে থাই রাজতন্ত্রের সমালোচনা করে পোস্ট দেওয়ার দায়ে মংকোলকে দেশটির একটি বিচারিক আদালত ২৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। এই সাজার রায়ের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেন। আপিল আদালতে তিনি আরো ১১টি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন। এর ফলে তার সাজা বেড়ে যায়।
থাই লইয়ার্স ফর হিউম্যান রাইটস (টিএলএইচআর) এক বিবৃতিতে বলেছে, বিচারিক আদালত আগেই মংকোলকে ২৮ বছরের কারাদণ্ড দেন। আর আপিল আদালত দিয়েছেন আরো ২২ বছরের কারাদণ্ড। ফলে এখন তার কারাদণ্ডের মোট মেয়াদ দাঁড়াল ৫০ বছর।
টিএলএইচআর জানিয়েছে, মংকোল তার ৫০ বছরের কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে দেশটির সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করবেন।
লিজ-ম্যাজিস্টি আইনটি থাই রাজতন্ত্রকে যেকোনো ধরনের সমালোচনা থেকে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। টিএলএইচআর জানিয়েছে, এই আইনে সবচেয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ড পাওয়া ব্যক্তি মংকোল। এই আইনে দীর্ঘতম কারাদণ্ডের আগের রেকর্ডটি হয়েছিল ২০২১ সালে। তখন এক নারীকে ৪৩ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে এই আইনের ব্যবহার বাড়িয়েছে থাইল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ। সমালোচকেরা বলছেন, এটি ভিন্নমত দমনের একটি কৌশল।

পবিত্র হজ মরশুমের কার্যক্রম শুরুর ঘোষণা সৌদি আরবের

আপনজন ডেস্ক: ১৪৪৫ হিজরির পবিত্র হজ মরশুম কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। সম্প্রতি জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হজ ও ওমরাহ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রী ড. তাওফিক আল-রাবিয়াহ।
হজযাত্রীদের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে মৌসুমের প্রস্তুতিমূলক সব কার্যক্রম শুরু হওয়ার কথা জানান তিনি। সারা বিশ্বের মুসলিমদের হজভ্রমণ স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে এবং হজযাত্রীদের মধ্যে ইতিবাচক অভিজ্ঞতা তৈরি করতে জেদ্দায় তিন দিনব্যাপী হজবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত চার দিনব্যাপী এ সম্মেলনে অংশ নেয় বিভিন্ন দেশের ৮০ জন মন্ত্রী ও হজ প্রতিনিধিদলের প্রধান, ২৭টি সরকারি এজেন্সি এবং দুই শতাধিক সেবাপ্রদানকারী সংস্থা। সৌদি ভিশন ২০৩০ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে ৭৬টি দেশের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে হজবিষয়ক ২২০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাশাপাশি এ সম্মেলনে ৫০টির বেশি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।
তা ছাড়া ১৯৩৮ সালের তৈরি পবিত্র কাবাঘরের একটি কিসওয়া (গিলাফ) প্রদর্শন করা হয়, যা প্রয়াত বাদশাহ আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান আল-সৌদের নামে উৎসর্গ করা হয়।
উল্লেখ্য, চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৬ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১ মার্চ হজের ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং ২৯ এপ্রিল শেষ হবে। এরপর ৯ মে থেকে সৌদি আরবে হজযাত্রীদের গমন শুরু হবে।
গত বছরের জুনে করোনা-পরবর্তী সময়ের সর্ববৃহৎ হজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫ জন অংশ নেয়, যার মধ্যে ১৬ লাখ ৬০ হাজার ৯১৫ বিদেশি হজযাত্রী ছিল। ২০২৩ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ১৩ কোটি ৫৫ লাখের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা।

মার্কিন হামলাও দমাতে পারেনি হুথিদের, স্বীকারোক্তি বাইডেনের

আপনজন ডেস্ক: ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের ওপর মার্কিন হামলা লোহিত সাগরে পণ্যবাহী বিভিন্ন জাহাজের ওপর হামলা বন্ধ করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন তিনি। এসময় গোষ্ঠীটির ওপর মার্কিন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানিয়েছেন বাইডেন।
শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, একটি মার্কিন জাহাজে হুথিদের ড্রোন হামলার পর বৃহস্পতিবার ইয়েমেনে পঞ্চম দফা হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেছেন, মার্কিন বাহিনী 'হুথি ক্ষেপণাস্ত্রের একটি রেঞ্জ জব্দ করেছে' যেগুলো লোহিত সাগরের দিকে ছোঁড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।
তিনি বলেছিলেন, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার আবারও আমেরিকা হামলা করেছে।
ওয়াশিংটনে বাইডেনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হুথি লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন হামলায় কাজ হচ্ছে কি-না। জবাবে তিনি বলেন 'না।'
সাংবাদিকরা জানতে চাইলেন, 'তারা কি হামলা চালিয়ে যাবে?' এর জবাবে বাইডেন বললেন, 'হ্যাঁ।'
এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন অভিযানের তত্ত্বাবধানকারী ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড এক বিবৃতিতে বলেছে, বৃহস্পতিবার তারা 'দুটি হুতি ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর হামলা চালিয়েছে যেগুলো দক্ষিণ লোহিত সাগরকে লক্ষ্য করে উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল।'
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি সাবরিনা সিং পরে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা হুতিদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি না। আমরা যে পদক্ষেপ নিচ্ছি তা প্রতিরক্ষামূলক প্রকৃতির।'
এদিকে হুথিদের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনের প্রতি সমর্থণ জানিয়ে লোহিত সাগর দিয়ে চলাচলকারী ইসরায়েলি মালিকানাধীনসহ যে কোনও পণ্যবাহী জাহাজে হামলা চালানো অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় রক্তাক্ত সামরিক অভিযান শেষ হওয়ার পর স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কথা শোনা যাচ্ছে, তার বিরোধিতা করেছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
বৃহস্পতিবার (১৮ জানুয়ারি) এক সংবাদ সম্মেলনে ইহুদী রাষ্ট্রটির সরকারপ্রধান বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থানের কথা যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।
এছাড়া গাজা অভিযান 'আরো কয়েকমাস' চলতে পারে বলে তিনি ইঙ্গিত দেন।
নেতানিয়াহু বলেন,পূর্ণাঙ্গ বিজয়- হামাসের ধ্বংস এবং অবশিষ্ট জিম্মিরা ফেরত না আসা পর্যন্ত তা (অভিযান) চলবে।
হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা ভূখণ্ডের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, ইসরায়েলের অভিযানে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত এবং সেখানকার ৮৫ শতাংশ বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলে আসা গণহত্যা, নিপীড়ণ ও ভূমি দখলের প্রতিবাদে গতবছরের ৭ অক্টোবর গাজা থেকে ইসরায়েলে আকস্মিক অভিযান চালায় ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস। হামাসের অভিযানে ১২শ'র বেশি লোক নিহত হয়। এছাড়া জিম্মি করা হয় ২৪০ জনকে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ওইদিন থেকেই গাজায় তীব্র হামলা শুরু করে ইরায়েল, যা এখনো চলছে। গাজা অভিযানে লাগাম টানতে এবং যুদ্ধের টেকসই সমাপ্তির জন্য একটি কার্যকর আলোচনায় বসতে ইসরায়েলের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ছে অনেকদিন ধরেই। সংঘাত শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইসরায়েলের মিত্র এবং বিরোধিরাও দীর্ঘদিন ধরে ঝিমিয়ে থাকা 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান' নিয়ে ফের আলোচনা শুরুর কথা বলে আসছে। এই ধারণায় ইসরায়েলের পাশে ফিলিস্তিনিদের জন্যও একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সাম্প্রতিক সঙ্কট যুদ্ধরত পক্ষগুলোকে কূটনৈতিক তৎপরতায় ফেরাবে, এমনটাও আশা করছিল অনেকে।
তবে নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক মন্তব্যে মনে হচ্ছে, তার মনোভাব সম্পূর্ণ উল্টো। বৃহস্পতিবারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, জর্ডান নদীর পশ্চিমে পুরো এলাকার নিরাপত্তায় ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে থাকতেই হবে। ফিলিস্তিনিদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় ওই এলাকাও রয়েছে।
"এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত এবং এটি (ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের) সার্বভৌমত্বের ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আমি বিষয়টি আমার মার্কিন বন্ধুদের জানিয়েছি এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন বাস্তবতা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা থামিয়ে দিয়েছি।"
নেতিনিয়াহু তার রাজনৈতিক জীবনের অধিকাংশ সময় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেই কাটিয়েছেন। গত মাসে তা গর্ব করেও বলেছিলেন তিনি। ফলে তার নতুন মন্তব্য খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না।
কিন্তু একদিকে ওয়াশিংটনের সাম্প্রতিক কূটনৈতিক তৎপরতা এবং অন্যদিকে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখতে তেল আবিবের দৃঢ়সংকল্প পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ককে খাদের কিনারে নিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।
গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে মিত্র ইসরায়েলের পাশেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু গাজায় মৃত্যুর মিছিল এবং ভয়বহতা বাড়তে থাকলে পশ্চিমা সরকারগুলো ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছিল। হোয়াইট হাউজ বার বার ইসরায়েলের সামরিক নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে আসছে। বিশেষ করে নির্বিচারে বিমান হামলার পরিবর্তে আরও নির্ভুল অস্ত্র ব্যবহার, স্থল আক্রমণ নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি গাজা সংঘাত শেষ হওয়ার পর ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা থাকবে এমন 'দ্বি-রাষ্ট্র' সমাধানের দিকে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
কিন্তু ওয়াশিংটনের পরামর্শ হয় সঠিক জায়গায় পৌঁছায়নি কিংবা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।
এমনকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেনের মধ্যপ্রাচ্য সফরের সময়ও একই চিত্র দেখা গেছে। ফলে ইরায়েলকে সমর্থন দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সমর্থক অন্য বলয়গুলোর মধ্যে হতাশা আরও বেড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশটিকে (ইসরায়েল) সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপের কথাও বলা হচ্ছে।
নেতানিয়াহুর সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র জেইক সালিভান জানিয়েছেন, 'দ্বি-রাষ্ট্র' নিয়ে তার সরকার তৎপরতা থামবে না। গাজা পুনর্দখল হবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি।
অবশ্য ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য তার ক্ষয়িষ্ণু সমর্থনের ভিত্তিতে কিছুটা হলেও শক্তি যোগানোর পাশাপাশি তার সরকারকে সমর্থন দিয়ে আসা কট্টর ডানপন্থিদের খুশি করবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফেরা হবে ভয়ংকর: কমলা হ্যারিস

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেনশিয়াল ইলেকশন। নির্বাচনে জো বাইডেনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের দলীয় ককাসে বড় জয় পেয়ে এই দৌড়ে তিনি এগিয়েও গেছেন কিছুদূর।
এবার এ নিয়ে মুখ খুলেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নভেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে আবার হোয়াইট হাউসে ফিরে এলে তা খুব ভয়ংকর হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের এবিসি নেটওয়ার্কের দ্য ভিউ টক শোতে কমলা হ্যারিস এ কথা বলেন। ট্রাম্পের ফিরে আসা ঠেকাতে তিনি ডেমোক্র্যাটদের পাল্টা লড়াই চালানোর আহ্বান জানান। কমলা হ্যারিস বলেন, আমি ভয় পাচ্ছি বলেই সমস্ত দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তবে তিনি বলেন, আমরা ভয় পাচ্ছি বলে পালিয়ে যাবো না। মুখোমুখি লড়ব।
কিছুদিন আগেও সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা একই ধরনের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ট্রাম্পের ফিরে আসা নিয়ে তিনি বেশ উদ্বিগ্ন। তার স্ত্রী মিশেল ওবামার গলার সুরও অনেকটা একই রকম শোনা গেছে।
তবে এসবের মাঝেও যেন থেমে নেই ডেমোক্রেট পার্টির প্রচেষ্টা। ওবামা বেশ খোলামেলা আক্রমণ করে চলেছেন ট্রাম্পকে। সম্প্রতি এক বক্তব্যে তিনি বলেছেন, ট্রাম্প এমন একজন ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে ৯১টি ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।

সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত ১০

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ-পূর্ব সিরিয়ার সুওয়েদা প্রদেশের প্রতিবেশী শহর আরমান ও মালহকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১০ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবারের এ হামলার জন্য জর্ডানকে সন্দেহ করা হচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত জর্ডান সরকার এ ব্যাপারে মুখ খোলেনি।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২১ মি.

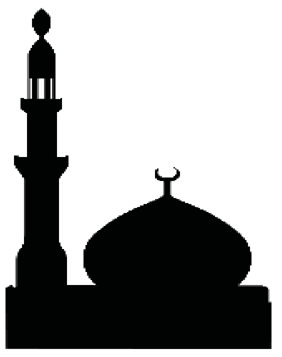

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৫	৬.১৮
যোহর	১১.৫৩	
আসর	৩.৪১	
মাগরিব	৫.২১	
এশা	৬.৩৪	
তাহাজ্জুদ	১১.০৮	

ইন্দোনেশিয়ায় ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প

আপনজন ডেস্ক: মধ্য ইন্দোনেশিয়ার সেন্ট্রাল সুলাওয়েসি প্রদেশে ৫ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল টোজো উনা-উনা রিজেন্সির ৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। দেশটির আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূ-তত্ত্ববিষয়ক সংস্থা বিএমকেজি জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১২টার দিকে এ ভূমিকম্প আঘাত হানে।

উত্তেজনা কমাতে পাকিস্তান ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ফোনালাপ

আপনজন ডেস্ক: পাল্টাপাল্টি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনার মাঝেই পাকিস্তান ও ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে ফোনালাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফোনে ইসলামাবাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সন্ত্রাসবাদসহ সব ধরনের ইস্যুতে তেহরানের সাথে সব বিষয়ে কাজ করতে তারা প্রস্তুত। শুক্রবার এ বিষয়ে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এক বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পাকিস্তান এই বিষয়টিকে আর বিশ্বের সামনে অতিরঞ্জিত করে তুলতে চায় না। তারা ইরানের প্রতি আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানাচ্ছে। এদিকে এই পরিস্থিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আনওয়ারুল হক কাকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন।

তুরস্কের সঙ্গে ড্রোন কেনার চুক্তি করলো মালদ্বীপ

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের বিশাল এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (ইইজেড) নজরদারির জন্য তুরস্ক থেকে ড্রোন কেনার চুক্তি করেছে মালদ্বীপ। পাশাপাশি প্রতিবেশী ভারতের ওপর নির্ভরতা কমাতে আনকারা থেকে আধুনিক এই রিকন ড্রোন কেনার চুক্তি করেছে দ্বীপরাষ্ট্রটি।
মালদ্বীপের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে টহল দেওয়ার জন্য সরকার তুরস্কের সঙ্গে ৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
মালদ্বীপ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর (এমএনডিএফ) সঙ্গে অংশীদারিত্বে এতদিন ভূমিকা পালন করতো ভারত।
মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার মধ্যেই নতুন এই চুক্তি করেছে দেশটি।
চুক্তিতে রয়েছে দুটি ধ্রুব অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার ও একটি ডর্নিয়ার বিমানের পাইলট। হেলিকপ্টারগুলো বাইরের দ্বীপ থেকে রাজধানী মালের হাসপাতালে রোগীদের পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ডরনিয়ার সন্দেহভাজন জাহাজ, বন্দুক ও মাদক পাচারের ক্ষেত্রে নজরদারি করে থাকে।
তুরস্ক থেকে আনা নতুন ড্রোনগুলো ডর্নিয়ার বিমানের অপারেশনাল ফাংশন প্রতিস্থাপন করবে। সমুদ্রে টহল ব্যবস্থা আরও উন্নত করবে এই ড্রোন। ভারতের ওপর নির্ভরতা কমানোর অনেকগুলো পদক্ষেপের মধ্যে এটিও একটি।

এবার ডুবো পারমাণবিক ড্রোনের পরীক্ষা চালাল উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: পারমাণবিক হামলা চালাতে সক্ষম একটি ডুবো অ্যাটাক ড্রোনের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া।
শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম কেসিএনএ জানিয়েছে, জাপানসহ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় যে যৌথ সামরিক মহড়া হয়েছে তার প্রতিবাদে এ পরীক্ষা করেছে তারা। উত্তর কোরিয়া নিজেদের এ ডুবো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবস্থার নাম দিয়েছে 'হাইল-৫-২৩'। দেশটির পূর্ব উপকূলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' পরীক্ষাটি চালিয়েছে বলে কেসিএনএ জানিয়েছে। তবে কবে পরীক্ষাটি চালানো হয়েছে প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়নি।
মন্ত্রণালয়টি অনামা এক মুখপাত্র অভিযোগ করে বলেন, সামরিক মহড়া চালানোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান 'উন্মত্ত' হয়ে উঠেছে। এর পরিণতি 'বিপর্যয়কর' হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের নৌবাহিনী বুধবার তাদের তিন দিনব্যাপী নৌমহড়া শেষ করেছ। যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী কার্ল ভিনসন সেখানে উপস্থিত ছিল। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, পিয়ংইয়ংয়ের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র হুমকির মুখে নিজেদের প্রতিক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যে দেশ তিনটি এ মহড়া চালিয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ৪ মাঘ ১৪৩০, ৭ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

অদৃশ্য ‘জিরাফ’

কথায় আছে–‘চোরের মায়ের বড় গলা/ নিত্য দেখায় ছলাকলা,/ চোরকে নিয়ে বড়াই করে/ চোরের জন্য লড়াই করে।’ প্রশ্ন হইল চোরের মায়ের কেন বড় গলা? কথাটি কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? ইহার মানে কী? এই প্রবাদে কে চোর? কে তাহার মা?
এই প্রবাদটির ‘উৎস’ অনুসন্ধানে জানা যায়, হনুলুলুতে বাস করিত এক চোর। সেই চোর মনে করিতেন–চুরি হইতেছে একধরনের শিল্প, ইটস অ্যান আর্ট। সেই চোরের মা বাংলাদেশের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করিতেন। চোরের মায়ের জীবনের অন্যতম শখ ছিল–গলাভর্তি গয়না পরা। সেই শখ পূরণ করিতেই ছেলে তাহাকে প্রতি মাসে টাকাপয়সা ছাড়াও একটা করিয়া নেকলেস পাঠাইত। এইভাবে চোরের মায়ের গলাভর্তি গয়নায় ভরিয়া গেল। তাহার বড় গলা ভরা গয়না দেখিয়া গ্রামের সকলেই বলিত ‘বড় গলাওয়ালা মা।’ এমন সময় কোথাও চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িল তাহার ছেলে। আইনের লোক তাহার মাকে খুঁজিতে গিয়া জানিতে পারিল–এই এলাকায় চোরের মাকে কেহ চেনেন না। তবে ‘বড় গলাওয়ালা মা’ বলিতেই সকলে চিনিয়া ফেলিল। সেই হইতে নাকি বাংলাদেশে এক নূতন প্রবাদের জন্ম হইল–‘চোরের মায়ের বড় গলা’। আবার অনেকে বলেন–ইহা আসলে কেমোফ্লেজ। এই ধারণাটি আসিয়াছে রবীন্দ্রনাথের ‘কণিকা’তে প্রকাশিত ‘সন্দেহের কারণ’ কাপলেট হইতে। তাহা হইল–‘কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।–/ তাই তো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।’ আসলে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ চোরের বা চুরির বিপক্ষে। নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ, যুক্তি, আইন–কোনো কিছুই চোর বা চুরির পক্ষে কথা বলে না। সেই ক্ষেত্রে গলা বা গলাবাজিই হয় চোর বা চোরের আত্মীয়স্বজনের একমাত্র ভরসা। নিজেদের অপরাধ ঢাকিতে তাহাদের উচ্চৈঃস্বরে চ্যাঁচাইতে হয়। নিজে যে ভালো, তাহা চ্যাঁচাইয়া জানাইতে হয়। গলা ছাড়া চোর বা চোরের মায়ের আসলে অন্য কোনো অবলম্বন নাই। কাজেই যাহারা চড়া গলায় কথা বলেন–তাহাদের সাধুতা লইয়া প্রশ্ন জাগে, যেমনটি কণিকায় বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চোর লইয়া আমাদের দেশে অনেক রকম প্রবাদ-প্রবচন রহিয়াছে। ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ ছাড়াও আমরা উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি–‘চোরে চোরে মাসতুতো ভাই’, ‘চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে’, ‘চোরের সাক্ষী মাতাল’, ‘যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর’, ‘অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ’, ‘চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা’, ‘চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী’ ইত্যাদি। ইহা গেল আমাদের দেশের প্রবাদের কথা; কিন্তু পশ্চিমা দেশে ‘চোর’দের লইয়া এই ধরনের প্রবাদ কি চালু রহিয়াছে? প্রাত্যহিক জীবনে আমরা খুব বেশি না শুনিলেও আন্তর্জালে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জার্মান প্রবাদে আছে–‘সময় হইল চোরের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। একটা না একটা সময় আসিবেই যখন চোরের স্বরূপ উন্মোচন হইবে।’ জার্মান প্রবাদে আরও বলা হয়–‘যেইখানে হোস্ট নিজেই চোর সেইখানে চুরি আটকানো কঠিন।’ আমেরিকান প্রবাদে বলা হইয়াছে–‘প্রয়োজনীয়তা একজনকে চোর বানাইতে পারে।’ আমেরিকার আরও একটি প্রবাদ আছে–‘চোর ধরিতে বড় চোর লাগে।’ চোর লইয়া জাপানের একটি প্রবাদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সেইখানে বলা হইয়াছে–‘একজন চোর তাহার চৌর্যবৃত্তি শিখিতে ১০ বছর সময় নেয়।’ ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়–‘যখন ভীষণ বিপদ আসে, চোর তখন সৎ হয়।’ অন্যদিকে ডেনিশ প্রবাদে বলা হয়–‘একজন চোর মনে করে প্রত্যেক মানুষই চুরি করে।’
সুতরাং চোরদের ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই অনেক ধরনের কথা বলিয়াছে; কিন্তু ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদটি আমাদের দেশে এতটাই প্রচলিত যে, একটি বাচ্চাও তাহা জানে। এমনই একটি বাচ্চা বাবার সহিত চিড়িয়াখানায় গিয়া জিরাফ দেখিয়া বলিল–‘ঐ যে একটি চোরের মা!’ আমাদের চারিপাশেও এমনই অনেক অদৃশ্য ‘জিরাফ’ ঘুরিয়া বেড়ায়।

●●●●●●●●●●●●

ইরান-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব ও ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা

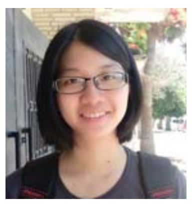

বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে। একে অন্যের ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছে উভয় দেশই। এমন একসময়ে প্রতিবেশী দুই দেশ সংঘর্ষে জড়াল, যখন মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করছে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা। শুধু মধ্যপ্রাচ্য কেন, এই অঞ্চলের বাইরেও আছড়ে পড়ছে সংঘাতের দামামা। লিখেছেন **সোফিয়া সাইফি ও জেসি ইয়াং**।

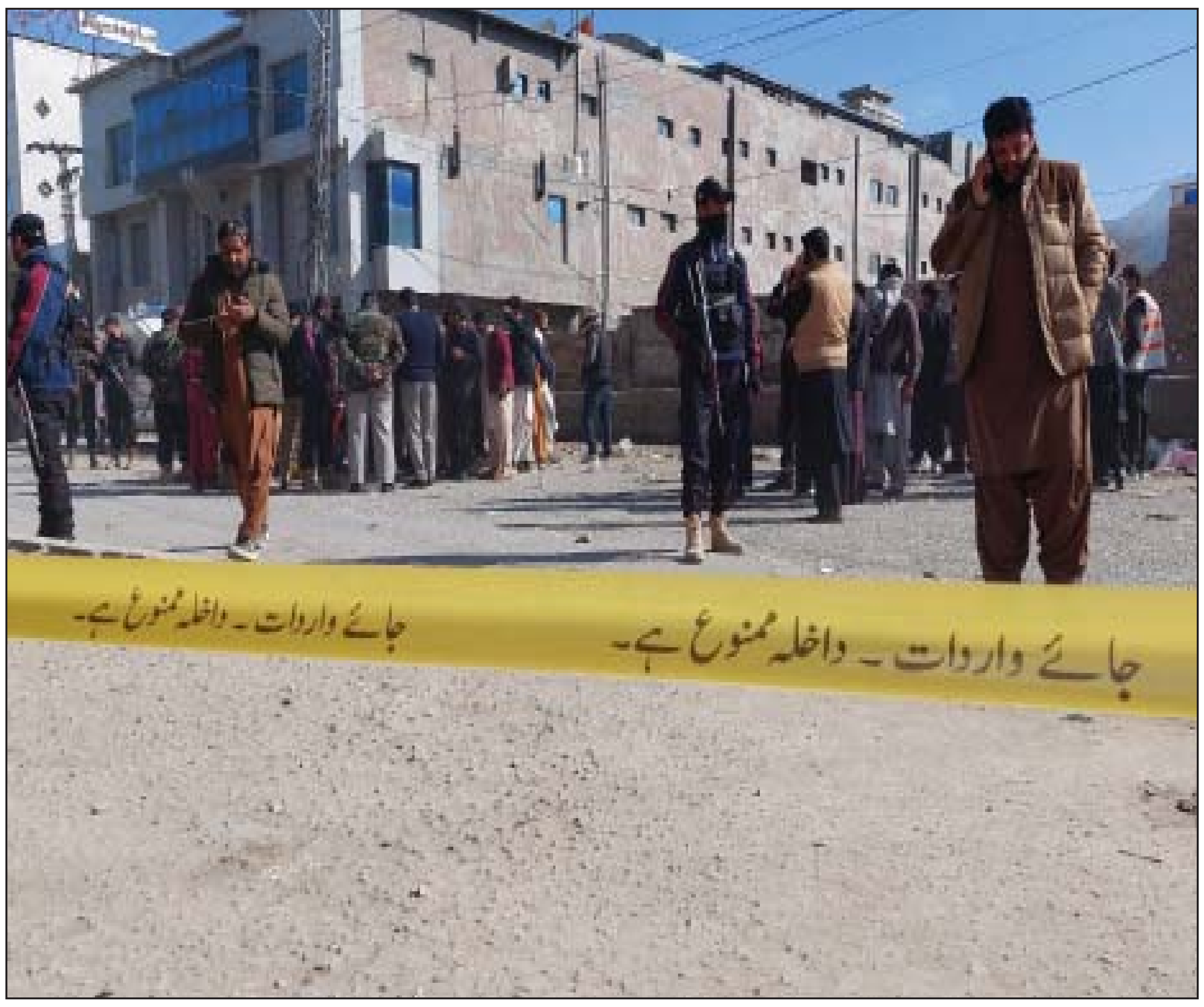

বড় ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে। একে অন্যের ভূখণ্ডে হামলা চালিয়েছে উভয় দেশই। এমন একসময়ে প্রতিবেশী দুই দেশ সংঘর্ষে জড়াল, যখন মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করছে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা। শুধু মধ্যপ্রাচ্য কেন, এই অঞ্চলের বাইরেও আছড়ে পড়ছে সংঘাতের দামামা।
পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে প্রায় ৯০০ কিলোমিটার (৫৬০ মাইল) সীমানা রয়েছে। এটি এমন এক এলাকা, যা বেশির ভাগ সময়েই অস্থিতিশীল থাকে। একদিকে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ, অন্যপাশে ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশ–বছরের প্রায় পুরোটা সময় জুড়েই অস্থির থাকে এই দুই ভূভাগ। বিশেষত সীমান্তের অশান্ত বেলুচ অঞ্চলে উভয় দেশই দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আসছে।
এবারের ঘটনাকে বেশ জটিলই বলতে হবে। প্রথমে হামলা চালায় ইরান। গত মঙ্গলবার পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে চালানো ঐ হামলায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসলামাবাদ। এ ঘটনায় পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হামলার বিষয়ে তেহরান অবশ্য ভিন্ন কথা বলে আসছে। তাদের ভাষ্য, জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ আল আদলের দুটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। এই বক্তব্য ইসলামাবাদ মানতে নারাজ। ফলে গন্ডগোল যে আরো বাড়বে, তা জানাই ছিল।
এই ধারাবাহিকতায় ইরানের সিস্তান ও বেলুচিস্তান প্রদেশে পালটা হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। মজার বিষয় হলো, হামলার বিষয়ে ইসলামাবাদও তেহরানের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলছে। তাদের ভাষ্য, সন্ত্রাসী ঘাঁটি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। যাহোক, হামলায় চার শিশুসহ নিহত হয়েছে সাত জন। লক্ষ করার বিষয়, দুই দেশই হামলা চালানোর বিষয়ে অভিন্ন লক্ষ্যের কথা বলছে। উভয় পক্ষই জঙ্গি-সন্ত্রাস নিধনে আক্রমণ চালাচ্ছে একে অন্যের ভূমিতে। এ যেন এই অঞ্চলের চিরচেনা দৃশ্য!
পাকিস্তান-ইরান সংঘর্ষের কারণ হিসেবে যেহেতু জইশ আল-আদলের নাম আসছে, কাজেই জেনে নেওয়া যাক, এই গোষ্ঠী আসলে কারা। জইশ আল-আদল মূলত সুন্নি মুসলিমদের একটি চরমপন্থি গ্রুপ। এই গ্রুপ জুনদাল্লাহ নামক ইরানভিত্তিক একটি সংগঠনের শাখা হিসেবে বেশ সুপরিচিত। ২০০২ সালে আব্দোলমালেক রিগির হাতে প্রতিষ্ঠা পায় জুনদাল্লাহ। ২০১০ সালে ইরান সরকার রিগির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। এর আগ পর্যন্ত জুনদাল্লাহর নেতৃত্বে ছিলেন রিগি নিজেই।
রিগির মৃত্যুর পর সংগঠনে একধরনের ভাঙন দেখা দেয়। গড়ে ওঠে আরো কয়েকটি গোষ্ঠী। এর মধ্যে একটি হলো জইশ আল-আদল। ২০১২ সালের দিকে অত্যন্ত প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে চারদিকে শোরগোল ফেলে দেয় জইশ আল-আদল।
জইশ আল-আদল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী বেলুচকে উন্নত জীবন প্রদানের আশ্বাসের কথা শুনিয়ে আসছে। আরো স্বাধীনতা এবং আরো ভালো জীবনযাপনের বন্দোবস্ত করা হবে–এমন কথা প্রায়ই শোনা যায় এই গোষ্ঠীর নেতাদের মুখে। এই পটভূমিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ইরানের দক্ষিণাঞ্চলীয় সিস্তান-বেলুচিস্তান প্রদেশে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ওপর সংঘটিত বেশ কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করেছে তারা।
উদ্বেগের কারণ হলো, জুনদাল্লাহর মতাদর্শ অনুসরণ করা জইশ আল-আদল ইরাক ও সিরিয়াভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের প্রতি অনুগত। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জুনদাল্লাহ ও জইশ আল-আদল–দুই গোষ্ঠীকেই ‘বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে সাব্যস্ত করে তাদের দমনে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলে থাকে সময়ে সময়ে।
জইশ আল-আদল নিয়ে এত কথা বলার কারণ, এই গোষ্ঠী প্রধানত ইরানের দক্ষিণাঞ্চল ও পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে; অর্থাত্‌, দুই দেশের ভূখণ্ডেই তাদের উপস্থিতি রয়েছে এবং তাদের দমনে দুই দেশই হামলা চালাচ্ছে। এক্ষেত্রে মুশকিল যেটা হচ্ছে, এসব হামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মারা

বেলুচ অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ, কিন্তু বেলুচ-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভিযোগ–এই অঞ্চলের লোকেদের ভাগ্যের উন্নয়ন হয় না; বরং তারা সবচেয়ে দরিদ্র। বছরের পর বছর ধরে তাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরছে না! এরকম নানা হিসাবনিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত এক দশক ধরে এই অঞ্চল পুড়ছে বিদ্রোহের আগুনে।

পড়ছে বেসামরিক মানুষ। এই অর্থে অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, সন্ত্রাস দমনের জন্যই এই হামলা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনো ‘মিশন’ আছে?
পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান যেখানে এক জায়গায় মিলিত হয়েছে, সেই অঞ্চলটিতেই বাস বেলুচ জনগোষ্ঠীর। দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছে এই অঞ্চলের মানুষ। কারণ, তাদের মাথার ওপর ঝুলছে দুই-দুটি পক্ষের শাসনের খড়্গ। ইসলামাবাদ ও তেহরান–দুই পক্ষের কারো শাসনই তারা মানতে চায় না। বরং দুই পক্ষের ওপরই তারা নাখোশ। এই অবস্থা চলে আসছে দশকের পর দশক ধরে। ফলে এই সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহের আগুন নেভে না কখনোই।
বেলুচ অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ, কিন্তু বেলুচ-বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভিযোগ–এই অঞ্চলের লোকেদের ভাগ্যের উন্নয়ন হয় না; বরং তারা সবচেয়ে দরিদ্র। বছরের পর বছর ধরে তাদের সম্পদ কমে যাচ্ছে, কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরছে না! এরকম নানা হিসাবনিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত এক দশক ধরে এই অঞ্চল পুড়ছে বিদ্রোহের আগুনে।
ফিরে আসা যাক মূল আলোচনায়। পাকিস্তানে হামলার এক দিন আগে ইরাকে ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার দপ্তর ও সিরিয়ায় আইএসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালায় ইরান; অর্থাত্‌, পরপর তিনটি দেশে হামলার ঘটনা ঘটায় তেহরান। এই ঘটনাকে ‘নজিরবিহীন’ আখ্যা দিয়ে বিশ্লেষকরা বলেছিলেন, ‘পালটাপালটি হামলার ঘটনা’ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।
বিশ্লেষকদের ভবিষ্যদ্বাণী শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়েছে। পালটা হামলার রাস্তায় নেমেছে ইসলামাবাদ। এরূপ পটভূমিতে সহজ হিসাব হলো, এই অঞ্চলে যে সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, তা অচিরেই থামবে বলে মনে হয় না! আমরা লক্ষ করছি, উভয় পক্ষের সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যে কূটনৈতিক অচলাবস্থা শুরু হয়েছে। ইরানের হামলার মধ্য দিয়েই মূলত এর শুরু। কূটনৈতিক দ্বন্দ্বের খেসারত হিসেবে ইরান থেকে রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান। এমনকি প্রতিবেশী দেশগুলোতে সব ধরনের উচ্চ পর্যায়ের সফর স্থগিত করা হয়েছে। এরপর পাকিস্তানের হামলার ঘটনার পর ইরান নড়েচড়ে বসে। ‘অবিলম্বে ব্যাখ্যা’ চেয়ে ইসলামাবাদকে শাসিয়েছে তেহরান।
ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যকার সংঘর্ষকে খুব ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। বরং এই ঘটনা নতুন কোনো দিকে মোড় নিলেও অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। ঘটনার তাত্‌পর্য বিবেচনায় এ নিয়ে কথা বলছে পাশের দেশগুলোও। ভারত বলেছে, এটি সন্ত্রাসবাদের প্রতি শূন্য সহনশীলতা এবং আক্রমণটি ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যকার একটি বিষয়। চীন উভয় দেশকে সংযমে থাকতে আহ্বান জানিয়েছে। উত্তেজনা যাতে আরো না বাড়ে, সেই বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছে। এ নিয়ে স্পষ্ট স্বরে কথা বলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাট মিলার বলেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্য যাতে পূর্ণ মাত্রায় সংঘাতের ময়দান হয়ে না ওঠে, সেজন্য কাজ করছে ওয়াশিংটন।’ পাকিস্তান, ইরাক ও সিরিয়ার হামলার ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আমরা দেখেছি, ইরান গত কয়েক দিনে তার তিনটি প্রতিবেশীর সার্বভৌম সীমানা লঙ্ঘন করেছে।’ পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের মিত্রদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন কথাও বলা হয়েছে, ‘আমরা আশা করি, এটি একটি সমস্যা এবং যা শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যেতে পারে।’
বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে নিঃশেষ করার কথা বলে নিজেদেরকে যেভাবে পরস্পরের স্থায়ী শত্রুতে পরিণত করে চলেছে ইরান ও পাকিস্তান, তার শেষটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা অজানা। পরস্পরের মধ্যে বৈরীতা আরো বাড়বে কি-না, সে সম্পর্কেও কেবল এই দুই দেশই ভালো বলতে পারবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, উভয় দেশই মুখে যা বলছে, তার চেয়ে করে দেখাচ্ছে বেশি! একটি করে হামলার ঘটনা ঘটছে এবং সেই হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই অন্য পক্ষের মাটিতে আছড়ে পড়ছে বোমার আঘাত। পরিস্থিতি যেন আর উত্তপ্ত না হয়–এমনটাই দেখার আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে আসছে দুই দেশ। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইরানকে একটি ‘ভ্রাতৃত্বপূর্ণ দেশ’ বলে অভিহিত করেছে। শুধু তাই নয়, ‘সম্মিলিত সমাধান’ খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছে। একই ধরনের কথা বলেছে তেহরানও। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তান একটি ‘বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ’। তিনি আরো বলেছেন, ‘আমাদের হামলা কেবল জঙ্গিদের নিধন করার জন্যই।’ সত্যিই কি তাই?
লেখকদ্বয় :সাংবাদিক সিএনএন থেকে ভাষান্তর।

মোহাম্মাদ এলবারাদি

গাজায় যেভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটছে

২০২০ সালে কোভিড-১৯ আঘাত হানার পর যে বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা দেখে মনে আশা জেগেছিল। মনে হয়েছিল, এই বৈশ্বিক ট্র্যাজেডি থেকে এবার হয়তো কোনো আশাবহ কিছু বেরিয়ে আসবে। অল্প সময়ের জন্য হলেও এটিকে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। করোনার সময় আমাদের সবার ওপর যে নাজুক অবস্থা নেমে এসেছিল এবং আমরা যেভাবে পারস্পরিক সহমর্মিতা দেখিয়েছিলাম, তা আমাদের ভৌগোলিক সীমানার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিক সংহতি প্রকাশের একটি সুযোগ করে দিয়েছিল। ওই সময় আমাদের সাধারণ সংহতিকে মনে করিয়ে দেওয়ার স্মারক হিসেবে মহামারিটি ভূমিকা রেখেছিল। এখন আমি ভাবি, ওই সময় আমার আশা করাটাও ভুল ছিল কি না। কারণ, যেই মাত্র মহামারি চলে গেল, অমনি আমরা আবার আগের চেহারায় ফিরে গেলাম। আমাদের সংহতি-সহমর্মিতার পাঠ আবার উবে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার সবগুলো না হলেও অনেকগুলোই ভেঙে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ পদক্ষেপ বাদ দিয়ে সামরিক সংঘাতই এখন দেশের সঙ্গে দেশের (যেমন: রাশিয়া ও ইউক্রেন) এবং দেশের ভেতরের বিবদমান পক্ষগুলোর (যেমন: ইয়েমেন ও সুদান) মতবিরোধ নিষ্পত্তির মোক্ষম পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নেতৃত্বাধীন বহুপক্ষীয় নিরাপত্তাব্যবস্থা একেবারে অপ্রাসঙ্গিকতার দিকে চলে যাচ্ছে। এখন বৈশ্বিক উত্তর এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের বৈষম্যের ব্যবধান আরও চওড়া হয়েছে। বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর বেশির ভাগই ঋণের বোঝায় দিন দিন নুয়ে পড়ছে। এর ফলে দারিদ্র্য বেড়েছে। অভিবাসন বেড়েছে। পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের বীজ রোপিত হয়েছে। জনতুষ্টিবাদ ও কর্তৃত্ববাদের বাড়বাড়ন্তর সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর আক্রমণ তীব্র হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্রুত যেন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। গাজার নারকীয় অবস্থা দেখে পশ্চিমা ও আরব জনগণ তাদের নেতাদের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তাদের দেশের শহরের রাস্তায় রাস্তায় নেতাদের প্রতি ক্রোধে ভরা বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। সবকিছু যেন বৈশ্বিক ব্যবস্থাকে আগের চেয়ে নাজুক করে ফেলছে। তবে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান যুদ্ধ বিশ্বব্যবস্থার জন্য চরম আঘাত হয়ে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের চরম লঙ্ঘন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাদানের বিশ্বাসের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। এটি আমরা প্রথমে ইসরায়েলে (৭ অক্টোবর হামাসের হামলায়) দেখেছি। এখন গাজায় দেখছি। দুটি জায়গাতেই আমরা মানবতার চরম অপমান দেখতে পেয়েছি। এই ঘৃণ্য কাজগুলোকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কৌঁসুলির অগ্রাধিকার তালিকার শীর্ষে থাকা উচিত। এই জঘন্য কর্মকাণ্ডকে আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপ্রক্রিয়ায় আমলে নেওয়া উচিত। আমরা যে অন্ধকার গহ্বরের অতলে পতিত হচ্ছি, সেই পতনকে এখনই থামাতে হবে। আত্মরক্ষার অধিকার সংকুচিত করা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নিরাপত্তা পরিষদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মতো আন্তর্জাতিক নীতিবিরোধী কাজ সভ্য দুনিয়ায় অকল্পনীয়। কিন্তু সেটিই ঘটেছে। গাজার মাটিতে দাঁড়িয়ে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন মানবিক কর্মকর্তারা হতাশা প্রকাশ করতে ‘দুনিয়ার নরক’ এবং ‘মানবতা বিদায় নিয়েছে’র মতো বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের সেই হাহাকার ধ্বনি খুব লোকই শুনেছে বলে মনে হচ্ছে। পশ্চিমা এবং আরব ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। গাজার নারকীয় অবস্থা দেখে পশ্চিমা ও আরব জনগণ তাদের নেতাদের প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। তাদের দেশের শহরের রাস্তায় রাস্তায় নেতাদের প্রতি ক্রোধে ভরা বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে এবং বিশ্বের ছোট ছোট শহরে সেসব বিক্ষুব্ধ ভাষণ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে, কয়েক দশক ধরে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বোঝাপড়ার সেতু নির্মাণের যে প্রচেষ্টা জারি ছিল, তা একেবারে ভেস্তে গেছে। এ ছাড়া আরব ও মুসলিম বিশ্ব পশ্চিমা মূল্যবোধ ও নীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ–এসবে মুসলিম বিশ্ব এখন আর আস্থা রাখতে পারছে না। আরব ও মুসলিম বিশ্ব মনে করছে, পশ্চিমারা নিজেই দেখাচ্ছে যে পৈশাচিক পাশবিকতায় তারা সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁরা মনে করছেন, যেন গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও উদার মূল্যবোধ একসময় আরব বসন্তকে উদ্দীপ্ত করেছিল, সেসব আসলে পশ্চিমা আধিপত্যের হাতিয়ার। এই অনাস্থা বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

সদ্যোজাত কন্যাকে স্বাগত জানাতে ফুল, বেলুনে সাজল বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সমাজকে সচেতনতার বার্তা দিতে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে নিয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে বাড়ি ফিরলেন বসিরহাটের অনন্তপুরের বাসিন্দা নুরুজ্জামান গাজি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখন মেয়ে হলে অনেক ক্ষেত্রেই মাকে গঞ্জনা শুনতে হয় বলে রোজ খবর আসে, সেখানে ব্যতিক্রমী ছবি চোখে পড়ল বসিরহাটে। মা ও মেয়েকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসতে ফুল ও বেলুন দিয়ে গাড়ি সাজিয়েছিলেন নুরুজ্জামান। নুরুজ্জামান-নাসিমা খাতুনের এটি দ্বিতীয় সন্তান। তাদের প্রথম সন্তানও মেয়ে। দু'দিন আগে বসিরহাটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে মেয়ের জন্ম দেন নাসিমা খাতুন। এ দিন নাসিমা-চেতনাকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন নুরুজ্জামান। তার আগে বেশ ঘটা করে একটি গাড়ি সাজিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চেতনাকে ডিসচার্জ করার সময় সদ্যোজাতের মা-বাবাকে ফুলের মালা পরান। এরপর মেয়ে গাড়িতে উঠতেই উপস্থিত আত্মীয়স্বজন ফুল ছড়াতে থাকেন। পাশাপাশি সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। চেতনার পিতা নুরুজ্জামান গাজি বলেন, 'কন্যা ঘরের লক্ষ্মী। তাই একটা হোক বা দুটো, তারা সমাজে কখনওই বোঝা নয়। ছেলে-মেয়ে সব সমান। সমাজ যাতে সচেতন হয় তাই মেয়ের নাম রেখেছি চেতনা।'

মগরাহাট কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে মগরাহাট কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট দু নম্বর ব্লকের মগরাহাট কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আজ শেষ হলো। উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট পূর্বের বিধায়ক নমিতা সাহা, বিডিও তুহিন শুভ্র মোহান্তি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের খাদ্যের কর্মাধ্যক্ষ বাপি হালদার, মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মোহাম্মদ আসাদুল শেখ, মগরাহাট কলেজের অধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলেজের সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু শেখ সহ কলেজের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা।

সেহারা আউট পোস্টের নতুন ওসি কৃপা সিন্ধু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ন সেহারাবাজার আউট পোস্ট। সাত নম্বর রাজ্য সড়ক অর্থাৎ বর্ধমান আরামবাগ রোডের কারণে অনেক গুরুত্ব বেড়েছে। রায়না, খন্ডঘোষ ও মাধবডিহি থানার সংযোগ স্থল এই সেহারাবাজার। বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, কুড়ির বেশি স্কুল থাকার কারণে হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। এই আউট পোস্টের বড়বাবু হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাব ইন্সপেক্টর কৃপা সিন্ধু ঘোষ। তরুণ তুর্কি এই পুলিশ অফিসার দায়িত্ব গ্রহণের পরই নিরাপত্তা বিষয়ক কাজে নেমে পড়েছেন। তার এলাকা চত্বরে প্রায় বেশির ভাগ মানুষের কাছে গিয়ে এলাকার নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা করেন। আলোচনার পাশাপাশি এলাকায় কোন অসুবিধা আছে কিনা তাও জেনে নেন। পাশাপাশি এই এলাকায় যে সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান, পেট্রোল পাম্প, সোনার দোকান, সিএফসি কাউন্টার, এটিএম, সি এস পি কাউন্টার এবং বড় অঙ্কের টাকার লেনদেন হয় এমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানেও যাচ্ছেন তিনি। প্রত্যেকটা দোকানে দোকানে গিয়ে দোকানের মালিক এবং দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। হটাৎ কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে বা ঘটার আগে কোন ভাবে জানতে পারলে এবং সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তি নজরে আসলে যেনো অতিসত্বর আউট পোস্ট এবং রায়না থানায় বড়বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়, এমনটাই জানালেন সেহারাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কৃপা সিন্ধু ঘোষ। নতুন বড়বাবুর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী, সমস্ত প্রতিষ্ঠান সহ সকল মানুষজন। সাধারণ মানুষের নতুন ওসির কাছে আবেদন, যানজট মুক্ত সেহারাবাজার উপহার দেওয়া।

রামকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে: ফিরহাদ হাকিম

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রামকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাম মন্দির হওয়া নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যেভাবে রাম মন্দিরকে নিয়ে একটা সুস্থ রাজনীতি করা হচ্ছে প্রশ্নটা উঠছে সেখানেই। শুক্রবার কলকাতা পৌরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাম মন্দির ইস্যুতে এভাবেই নিজের মত প্রকাশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার কলকাতা পুরসভার অধিবেশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, আমাদের পুরসভার মানুষের জানা উচিত যে পুকুর রয়েছে। একে বাঁচানোর দায়িত্ব সকলের। আমার পুলিশ নির্ভরশীল, সেটা ঠিক নয়। আমরা কলকাতার মানুষের স্বার্থে আমার কাজ করি। যেখানে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় সেখানে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবেই। কলকাতা পৌর সংস্থার নিজের পুলিশ নয়। যদি কেউআইন নির্মাণ ভাঙ্গে আমাকে পুলিশকে সাহায্য করতে হবে। তিনি বলেন, এই প্রথম আমাদের কলকাতা পৌর সংস্থার অধিবেশন রাজ্য সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাস্তায় আমরা সবাই এক। যেকোনো অনুষ্ঠানে আমাদের রাজ্য সঙ্গীত গাওয়া হবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাম মন্দির ইস্যুতে মেয়র বলেন, বাংলার কিছু সংবাদ মাধ্যমে ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ তৈরি করার জন্য মিডিয়া সুস্থ একটা প্রচার করছে। বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া আমাদের জন্য একটা কষ্টের এবং দুঃখের ছিল। তখন আমরা সবাই মিলে মেনে নিয়েছিলাম। রাম মন্দির হওয়া নিয়ে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যে ভাবে রাম মন্দিরকে নিয়ে একটা সুস্থ রাজনীতি করা হচ্ছে, বাংলার রীতি নীতি হচ্ছে আমরা দুর্গা পূজা করি। আমরা কালীপুজো করি। বাঙালি রাম এর পুজো করে না। যেখানে হিন্দু মহাসভা যাচ্ছে না, শংকর আচার্য্যরা যাচ্ছে না। এখনে একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। যদি আমাকে মুসলমান বলে কেউ আমাকে একটা চড় মারে তাহলে আমার বিশ্বাস চুরমার হয়ে যাবে। ভাবাবেগকে ক্ষীণ করে মেরুকরণের রাজনীতি হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষে প্রচার করে মেরুকরণের রাজনীতি করা হচ্ছে। সবটাই হচ্ছে বিজেপির নাটক।

বালুরঘাট পৌরসভার উদ্যোগে শুরু ফুল মেলা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পৌরসভার উদ্যোগে বালুরঘাট সুরেশ রঞ্জন পার্কে শুরু হল ফুল মেলা। এই ফুল মেলা চলবে আগামী তিনদিন। শুক্রবার ফুল মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অশোক কুমার মিত্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য সুভাষ ভাওয়াল, বালুরঘাট পুরসভার প্রাক্তন পৌর প্রশাসক হরিপ্রসাদ সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। মেলায় ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, গোলাপ সহ বিভিন্ন ধরনের ফুল নজর কেড়েছে। এবিষয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শহরের কর্মব্যস্ত মানুষের জীবনে এই মেলা শৌখিন ফুল, ফল ও শাক্সী চাষে আগ্রহ শীতকে উপেক্ষা করে প্রতিদিন ফুল মেলায় উপস্থিত হবেন এই প্রত্যাশা করছি। অন্যদিকে, এবিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র জানান, 'বালুরঘাট পৌরসভার উদ্যোগে ফুল মেলা শুরু হয়েছে। এই ফুলের মেলা গত ৩৭ বছর পার করে এবছর ৩৮ তম বছরে পদার্পণ করলো। প্রতিবছরের মতো এবারও ফুল মেলা হচ্ছে সুরেশ রঞ্জন পার্কে। আগামী তিন দিন ধরে চলবে এই ফুল মেলা।'

জলঙ্গির স্কুলে হীরক জয়ন্তী উদযাপন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের সাদিখারদিয়াড় বিদ্যানিকেতনের ৭৫ বছর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ১১টায় শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, পরিচালন সমিতি সকলের উপস্থিতে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পায়ে হেঁটে সাদিখারদিয়াড় বিদ্যানিকেতন থেকে কালিগঞ্জ বাজার, তাঁতিরপুকুর, হাসপাতাল, সাদিখাঁর দিয়াড়, জোতছিদাম কালিতলা হয়ে দীর্ঘ সাড়ে ছয় কিমি পথ বিদ্যানিকেতন ফিরে আসে। সাদিখারদিয়াড় বিদ্যানিকেতনের পরিচালন সমিতির সভাপতি ফিরোজ আহমেদ জানান এই শোভা যাত্রার মাধ্যমে এলাকার আপামর জনসাধারণ বিদ্যানিকেতনের প্রাক্তনী বিদ্যানিকেতনের অভিভাবক ও বিদ্যানিকেতনের শুভাকাঙ্ক্ষীদের জানান দেওয়া আগামী ২২,২৩ এবং ২৪ শে জানুয়ারি বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গনে হীরক জয়ন্তীর অনুষ্ঠান ও প্রাক্তনী পুনর্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে সকল স্তরের মানুষের উপস্থিত থাকার আহবান জানান।

আগুনে ছাই চার ভাইয়ের বসত বাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: গভীর রাতে ভয়াবহ আগুনে পুড়ে ছাই চার ভাইয়ের বসত বাড়ি সহ একাধিক গবাদিপশু। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে শুক্রবার রাত একটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের রনথোল গ্রামে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সেখ লালচন, সেখ ফুলচন, সেখ আলফাজ ও সেখ সালফাজ নামে চার ভাইয়ের তিনটি শোয়ার ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি গোয়ালঘর এবং চারটি গরু পুড়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মশা তাড়ানোর জন্য সেখ আলফাজ গোয়ালঘরে সাঁজাল জ্বালিয়েছিলেন। এদিন রাত একটা নাগাদ গোয়ালঘরে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর কাজে এগিয়ে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। নিমেষের মধ্যে গোয়ালঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফোন করা হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকল গাড়ি আসার আগেই গোয়ালঘরের আগুন ছড়িয়ে পড়ে শোয়ার ঘরে। এক এক করে তিনটি শোয়ার ঘরে আগুন ধরে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ সেখ লালচন জানান, কিভাবে বাড়ি তৈরি করবেন এই চিন্তায় ঘুম নেই।

ভাতারে ওসির ফেন্সিডিল সিরাপ উদ্ধার

সম্প্রীতি মোল্লা ● ভাতার

আপনজন: ভাতার থানার নব্য ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক পঙ্কজ নস্করের নেতৃত্বে বড়সড় সাফল্য এলো। দিন কয়েক আগে ভাতার থানায় নতুন ওসি পদে নিযুক্ত হয়েছেন পঙ্কজ বাবু। তাঁর নেতৃত্বে ৪৬৯ পেটি ফেন্সিডিল সিরাপ উদ্ধার করে ভাতার থানার পুলিশ। শুক্রবার ভোররাতে ভাতারের ছয় মাইলের কাছে একটি গোডাউনে এই ফেন্সিডিল সিরাপ খালি করবার উদ্দেশ্যে গাড়িটিকে নিয়ে আনা হয়। এই সময় ভাতার থানার পুলিশের টহলদারি গাড়ির নজরে আসে। গাড়িটির প্যাকিং দেওয়া ত্রিপল খুলতে দেখা যায় এই কান্ড। যদিও অপরাধীরা লরির ডালার সামনে অসংখ্য ধান চালের বস্তা দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। এই ঘটনায় ফেন্সিডিল সিরাপ সহ দুটি লরি ও একজন গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ভাতার থানার নব্য অফিসার ইনচার্জ পঙ্কজ নস্করের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন মেজবাবু সুভাষ পাল, ডিএসপি ক্রাইম শাস্বতি সেতা সামন্ত, এস আই বাণী শংকর মহাপাত্র, ডিআইবি মুস্তাক আলী সহ ভাতার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অসুস্থ স্ত্রী-র বদলে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়লেন স্বামী

নাজিম আক্তার ● চাঁচল

আপনজন: অসুস্থ স্ত্রী-র হয়ে পরীক্ষার হলে প্রক্সি দিতে এসে ধরা পড়ে গেলেন যুবক। শুক্রবার ছিল গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের তৃতীয় দিনের পরীক্ষা। সেখানেই অসুস্থ স্ত্রীর হয়ে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন রতুয়ার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ শংকর দাস। পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে স্ত্রী পুষ্পা চৌধুরির অ্যাডমিট কার্ডে নিজের ছবি লাগিয়ে এসেছিলেন অভিযুক্ত। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। অ্যাডমিট কার্ড মেলাতে গিয়েই খটকা বাধে পরিদর্শকের। অ্যাডমিট কার্ডে নাম ছিল পুষ্পা চৌধুরী। অথচ ছবি রয়েছে ছেলের। সঙ্গে যে রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর রয়েছে তার সঙ্গে হাজিরা খাতা মেলাতে গিয়ে দেখা যায় এক মেয়ের ছবি। পরিদর্শক প্রশ্ন করলে অভিযুক্ত প্রথমে দাবি করেন এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুল। পরে জানান, তিনি বোনের হয়ে পরীক্ষা দিচ্ছেন। পরে পরিদর্শক বিষয়টি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে জানান। কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মানিকচক কলেজের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করেন। জানা যায় আসল পরীক্ষার্থীর নাম পুষ্পা চৌধুরী। তিনি মানিকচক কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাঁর বদলে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন রতুয়ার বাসিন্দা সিদ্ধার্থ শংকর দাস। এরপরই অভিযুক্ত স্ত্রীর হয়ে পরীক্ষা দিতে আসার কথা স্বীকার করে নেন। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঁচল থানায় খবর দেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। থানার পক্ষ থেকে ওই ভুয়ো পরীক্ষার্থীকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় তাজ্জব কলেজের অধ্যাপকরা। হতভম্ব ছাত্রছাত্রীরাও। চাঁচল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অজিত বিশ্বাস বলেন, 'এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। আমরা পুলিশের হাতে ওই ব্যক্তিকে তুলে দিয়েছি। পুলিশ খতিয়ে দেখবে।' এক পরীক্ষার্থী শিল্পা মণ্ডল বলেন, 'এর আগের দুটো পরীক্ষায় মেয়েটি নিজেই পরীক্ষা দিয়েছিল। আজকে দেখছি এই ঘটনা। আমরাও অবাক।' পরিদর্শক মহম্মদ আদিল সরকার জানান, 'অ্যাডমিট কার্ড ও হাজিরা খাতা মেলাতে গিয়েই সত্যিটা ধরা পড়ে।' গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, কলেজের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ নেবে।'

প্রাইমারি স্কুলে পড়ুয়াদের ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স!

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়া জেলায় এই প্রথম চালু হল পরোয়াদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স। জেলায় প্রথম এই উদ্যোগ নিল মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এতদিন পর্যন্ত ডিজিটাল হাজিরা দেওয়ার পরিষেবা দেখতে পাওয়া যেত সরকারি এবং বেসরকারি অফিস আদালতেই। তবে ধীরে ধীরে রাজ্যের বেশ কিছু সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলগুলিও চালু করছে পড়ুয়াদের জন্য ডিজিটাল অ্যাটেনডেন্স পরিষেবা। জেলার সর্বপ্রথম মায়াপুর পূর্ব মোল্লাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয় এই পরিষেবা। শুক্রবার এই ডিজিটাল পরিষেবার প্রথম উদ্বোধন করেন কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা শাসক শ্রীমতি শারদ্বতি চৌধুরী। স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকলেই দেখা যাবে একটি ইলেকট্রনিক্স বস্তু লাগানো রয়েছে। পড়ুয়াদের প্রত্যেককেই দেওয়া হয়েছে একটি করে ডিজিটাল আইডেন্টিটি কার্ড যার মধ্যে লাগানো রয়েছে একটি আধুনিক বৈদ্যুতিক যন্ত্র। স্কুল প্রাঙ্গনে প্রবেশ করা মাত্রই সেই কার্ডটি স্কুলে লাগানো ওই বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মধ্যে এবং স্কুল থেকে বেরোনোর আগে পুনরায় একবার সেই যন্ত্রের কাছে এসে ছোয়ালেই ওই পড়ুয়ার অভিভাবকদের মোবাইলে সরাসরি পৌঁছে যাবে স্কুলে ওই পড়ুয়ার প্রবেশ এবং বাহিরের সম্পূর্ণ সময়সূচির তথ্য। আর এর ফলে অনেকটাই চিন্তামুক্ত হতে পারবে অভিভাবকেরা। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিরন শেখ জানান, বর্তমানে স্কুলে ১৮৮ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছেন ৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা। ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই আমরা এই পরিষেবা চালু করেছি। এতে যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা নথিভুক্ত হবে ঠিক তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় উপস্থিতির হারও বৃদ্ধি পাবে। যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকবে তাদের মোবাইলে পৌঁছে যাবে এস এম এস অ্যালার্ট। সব মিলিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে ঢোকা এবং বেরোনোর ওপর নজরদারি থাকবে অভিভাবকদেরও। বিদ্যালয়ে এই ডিজিটাল হাজিরা পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি অভিভাবকেরাও।

পাটনা হাইস্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সন্ন্যাসী কাউরী ● পাঁশকুড়া

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ-সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটাতে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করল শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তিন দিন ধরে চলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শুক্রবার এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হয়। অঙ্কন, নাচ, গান, আবৃত্তি, কুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে আগামী ২৩ শে জানুয়ারি বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক গোলাম মোস্তফা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতিবোধ গড়ে তোলা, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের জন্য সাংস্কৃতিক চর্চা হয়ে থাকে।

খালি হাঁড়ি নিয়ে মিছিল

আপনজন: ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক শিক্ষকরা শুক্রবার সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের মিছিলে তাদের চাকরির স্থায়ীকরণ ও বেতন কাঠামোর দাবিতে খালি হাঁড়ি নিয়ে হাজরা মোড় থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত মিছিল করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নন্দীগ্রামের কলেজে আন্তর্জাতিক কর্মশালা

আনোয়ার হোসেন ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক কর্মশালা, অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নন্দীগ্রাম সীতানন্দ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডঃ বিশ্বজিত মাইতি। বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল "প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আধুনিক প্রবণতা" মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ জগদীশ প্রসাদ হাজরা, দীর্ঘসময় আলোচনা উঠে আসে জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, ও রসায়ন বিজ্ঞানের বর্তমানে বিশেষ গবেষণা ও সুযোগ নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষনার সুযোগ এর ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। আলোচক হিসাবে ছিলেন বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সৌমিত্র ভাণ্ডারী, তিনি বলেন এই রকম কর্মশালার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। আলোচনায় অংশ নেয় বিজ্ঞান বিভাগের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী সহ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা।

ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের হীরকজয়ন্তী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

আপনজন: সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলে হীরকজয়ন্তী বর্ষের তিনদিনের সমাপন অনুষ্ঠান শুরু হলো শুক্রবার স্কুল চত্বরে। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, মিলন পুরকাইত, আবুবক্কর সরদার, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল সহ আরো অনেকে। এদিন মন্ত্রী এই স্কুলের হীরকজয়ন্তী বর্ষের সাথে সাথে সকল পড়ুয়াদের শুভেচ্ছা জানান। সাংসদ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলের ভূমিকা কতটা তা তুলে ধরেন। বিধায়ক তাঁর এলাকার এই স্কুলের সাথে তাঁর সম্পর্ক তুলে ধরলেন। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হবে তিনদিন ধরে। রবিবার এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

জয়নগরের গ্রামে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: শুক্রবার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতচারা অভয়নগর গ্রামে। কেশব নস্কর স্মৃতি গঙ্গা ও মিলন মেলার উদ্যোগে প্রতিযোগিতার আয়োজন। স্থানীয় সূত্রে খবর, মোট ৪০ টি ঘোড়া নিয়ে খেলায় অংশ নেয় প্রতিযোগীরা। এ, বি, সি: এই তিনটি গ্রুপ করে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে ১, ২, ৩ স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাওয়া নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করাতেই এ প্রতিযোগিতা।

সাড়ে ৩ বছর পর একসঙ্গে মাঠে নামবেন মেসি-সুয়ারেজ

আপনজন ডেস্ক: ৫৮ দিন–কতগুলো দিন পর আবার লিওনেল মেসিকে মাঠে দেখার অপেক্ষা ফুরাবে ফুটবলপ্রেমীদের! মেসি সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন গত বছরের ২২ নভেম্বর, ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার জার্সিতে ব্রাজিলের বিপক্ষে। আর যদি শুধু ইন্টার মায়ামির হিসাব করা হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থকদের অপেক্ষার প্রহরটা আরও লম্বা–১০১ দিনের। মেজর লিগ সকারের দলটির হয়ে তিনি সর্বশেষ খেলতে নেমেছিলেন গত বছরের ১০ অক্টোবর। নাহ, চোটটোট কিছু নয়। ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ মৌসুমটা একটু ছোটই ছিল। মেজর লিগ সকারের প্লে–অফে সুযোগ পায়নি তারা। এর ফলে একটু আগেভাগেই ছুটি পেয়ে যান আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা। সেই ছুটি কাটিয়ে সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন মায়ামিতে। সবার অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে মাঠে ফিরছেন আগামীকাল সকাল ৭টায়, এল সালভাদরের সঙ্গে মায়ামির প্রীতি ম্যাচ দিয়ে। মায়ামির এ ম্যাচে আরেকটা কারণেও চোখ থাকবে ফুটবল–বিশ্বের। এ ম্যাচ দিয়েই যে আবার দেখা যেতে পারে মেসি–সুয়ারেজ জুটিকে। প্রাক্–মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচ সামনে রেখে মেসিরা অনুশীলনে ফিরেছিলেন ১৩ জানুয়ারি। সেদিনই প্রথম মেসি–সের্হিও বুসকেতস–জর্দি আলবার সঙ্গে অনুশীলন করেন দলে যোগ দেওয়া লুইস সুয়ারেজ। এরপর সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়ও করিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ইন্টার মায়ামি জানিয়েছে, প্রাক্–মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচের শুরু থেকেই নিজেদের সেরা দল খেলাতে চায় তারা। যার ফলে এল সালভাদরের বিপক্ষে ম্যাচেই খেলতে দেখা যেতে পারে মেসি–সুয়ারেজ জুটিকে। এর আগে ২০২০ সালের আগস্টে সর্বশেষ একসঙ্গে মাঠে দেখা গিয়েছিল এ দুজনকে। তবে একসঙ্গে খেলা সেই ম্যাচ সম্ভবত ভুলে যেতে চাইবেন তাঁরা। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের সেই ম্যাচে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ৮–২ গোলে হেরেছিল সেই সময়ে তাঁদের ক্লাব বার্সেলোনা। এরপরই বার্সায় ব্রাত্য হয়ে পড়ায় ক্লাব ছাড়তে হয়েছিল সুয়ারেজকে। তবে সেই দুঃস্মৃতি কবর দিয়েই এবার নতুন গল্প লেখার জন্য মাঠে নামবেন সুয়ারেজ। ধারণা করা হচ্ছে, পুরো ম্যাচ না খেললেও কিছু সময় একসঙ্গে দেখা যেতে পারে দুজনকে। এর আগে বার্সায় দুজন একসঙ্গে সব মিলিয়ে খেলেছিলেন ২৫৮ ম্যাচ। যেখানে মেসির সহায়তায় সুয়ারেজ গোল করেন ৪৩টি, আর সুয়ারেজের সহায়তায় মেসি করেন ৫৬ গোল।এল সালভাদর শক্তি–সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকলেও ইন্টার মায়ামির মূল ভয় দেশটির কোচ ডেভিড ডোনিগাকে নিয়ে। এর আগে মেসি যখন বার্সেলোনায় ছিলেন, দেপোর্তিভো লা করুনা ও রিয়াল বেতিসের সহকারী কোচ হিসেবে চারবার কাতালান ক্লাবটির মুখোমুখি হন ডোনিগা। যেখানে তিনবারই ড্র করতে সক্ষম হয়েছে তাঁর দল। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আবার মায়ামিকে রুখে দিতে চান এই কোচ। তিনি বলেছেন, ‘আমি পঞ্চমবারের মতো মেসির মুখোমুখি হব। আগের চারটির মধ্যে তিনবারই বার্সেলোনার সঙ্গে ড্র করতে পেরেছি। ইতিবাচক ফলের পরও সেই ম্যাচগুলোয় লিওনেল মেসি দুর্দান্ত ছিল। আমাদের দলগতভাবেই তাদের থামাতে হবে। বিশেষ করে মেসিকে, তাকে সুবিধা নেওয়ার জন্য কোনো জায়গা দেওয়া যাবে না।’ এখন ডোনিগার পরিকল্পনা শিষ্যেরা বাস্তবায়ন করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

ফেভারিট জাপানকে হারিয়ে চমক ইরাকের

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ান কাপের সবচেয়ে সফল দল জাপান। ফুটবলে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে চারবার শিরোপা উত্সব করেছে ব্লু সামুরাইরা। ফিফা র‍্যাংকিংয়েও এশিয়ার সেরা জাপান। তাদের অবস্থান ১৭ তম স্থানে।
তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে ইরাক। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির অবস্থান ৬৩ তম স্থানে। এশিয়া কাপের লড়াইয়ে অঘটন ঘটিয়ে র‍্যাংকিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা হট ফেভারিট জাপানকে হারিয়ে দিয়েছে ইরাক। জাপানের বিপক্ষে ইরাকের জয় ২-১ গোলে।
ইরাকের হয়ে দুটি গোলই করেছেন আয়মান হোসেইন। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে জাপানের হয়ে একটি গোল শোধ দেন ওয়াতারু এন্ডো। জাপানের বিপক্ষে জয় এশিয়া কাপের নকআউটে (শেষ ষোলোয়) পৌঁছে দিয়েছে ইরাককে। সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়নি জাপানেরও।
এখনও শেষ ষোলোতে উঠার সম্ভাবনা ভালোভাবেই আছে তাদের। গ্রুপের শেষ ম্যাচে জাপানের প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়া। আর ইরাক খেলবে ভিয়েতনামের বিপক্ষে।
জাপানের বিপক্ষে শুরুটা স্বপ্নের মতো হয় ইরাকের। খেলার পঞ্চম মিনিটে ইরাককে এগিয়ে নেন আয়মান।
হেডে বল জালে জড়িয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। বিরতির আগে স্কোর ২-০ করে ফেলে ইরাক। এবারের গোলদাতাও সেই আয়মান।
প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আবার লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। আহমেদ আল হাজাজির অ্যাসিস্টে এবারও হেডে বল জালে জড়ান আয়মান।
মাঝবিরতির পর খেলা শুরু হলে একের পর এক আক্রমণ শানাতে থাকে জাপান। কিন্তু কাঙ্খিত গোলটি পাচ্ছিল না কিছুতেই।
অবশেষে ৯৩ মিনিটে একটি গোল শোধ দিতে পারে তারা। খুব কাছ থেকে জাপানের হয়ে লক্ষ্যভেদ করেছেন ওয়াতারু এন্ডো। গ্রুপ পর্বে ২৬ ম্যাচে এটা প্রথম হার চারবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানের।

সৌদি আরবে ‘ঘূর্ণিবায়ু’ পেরিয়ে আয়াক্সে হেন্ডারসন

আপনজন: মাত্র ছয় মাস পরই সৌদি প্রো লিগের দল আল ইত্তিফাক ছাড়লেন সাবেক লিভারপুল অধিনায়ক জর্ডান হেন্ডারসন। ৩৩ বছর বয়সী এই ইংলিশ মিডফিল্ডার আড়াই বছরের চুক্তিতে নেদারল্যান্ডসের ক্লাব আয়াক্স আমস্টারডামে যোগ দিয়েছেন। সপ্তাহে ৪ লাখ ৪৩ হাজার ডলার আয়ের সুযোগ ছেড়ে হেন্ডারসন এখন আয়াক্সে কেমন পারিশ্রমিক পাবেন, সেটি জানা যায়নি। তবে সৌদি আরবে কাটানো অর্ধবছরকে ‘কঠিন সময়’ বলে উল্লেখ করেছেন হেন্ডারসন। তিনি ক্লাব ছাড়ার কিছুক্ষণ পর আল ইত্তিফাক জানায়, কোচ স্টিভেন জেরার্ড তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়েছেন। এক যুগ লিভারপুলে কাটিয়ে হেন্ডারসন আল ইত্তিফাকে যোগ দেন তিন বছরের চুক্তিতে। গত কয়েক বছরে শুধু মাঠের ফুটবলে নয়, মাঠের বাইরেও নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিজেকে ইংলিশ ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হেন্ডারসনের এমন সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। বিশেষ করে বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে হেন্ডারসনের সোচ্চার থাকার প্রবণতা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত সৌদি আরবে তাঁর খেলতে যাওয়া অনেকেই ভালোভাবে নেননি।
আল ইত্তিফাকে যাওয়ার পর মাঠের ফুটবলটাও উপভোগ করতে পারেননি হেন্ডারসন। সমালোচনা তো ছিলই, সঙ্গে আবহাওয়ায় অস্বস্তি ও গ্যালারিতে স্বল্প দর্শকের উপস্থিতি মিলিয়ে হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। দুই বছরের আগে ক্লাব ছাড়লে কর বাবদ বড় পরিমাণের অর্থ খোয়া যাবে জেনেও তাই সৌদি ছাড়তে মরিয়া হয়ে ওঠেন তিনি। যার ফল, ছয় মাসেই আল ইত্তিফাক ত্যাগ। বিদায়বেলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়েছেন হেন্ডারসন, ‘দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি অনতিবিলম্বে আল ইত্তিফাক ছেড়ে যাচ্ছি। সিদ্ধান্তটা নেওয়া সহজ ছিল না। তবে আমার নিজের ও পরিবারের জন্য সেরা সিদ্ধান্তটিই নিতে হয়েছে।’
আয়াক্সের সঙ্গে চুক্তি সইয়ের পর সৌদি আরবে কাটানো সর্বশেষ কয়েক দিনকে ‘ঘূর্ণিবায়ু’ ও ‘পাগলাটে কয়েক দিন’ বলে অভিহিত করেছেন হেন্ডারসন। আয়াক্সের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে সৌদি আরব প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘আয়াক্সের জন্য মাঠে এবং মাঠের বাইরে বছরটা কঠিন ছিল। আমার জন্যও গত ছয় মাস একই ছিল। আশা করি, আমরা একে অপরকে সামনে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করতে পারব এবং অদূর ভবিষ্যতে সফল হব।’
হেন্ডারসন আল ইত্তিফাক ছাড়ার কিছুক্ষণ পর ক্লাবটি জানায়, কোচ জেরার্ডের সঙ্গে দুই বছর মেয়াদ বাড়িয়ে চুক্তি নবায়ন করা হয়েছে।

বেকেনবাওয়ারকে শেষ শ্রদ্ধা

আপনজন ডেস্ক: জার্মান কিংবদন্তী ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাল ফুটবল বিশ্ব। বায়ার্ন মিউনিখের স্টেডিয়াম আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় যে অনুষ্ঠানে জার্মানির চ্যান্সেলর, প্রেসিডেন্ট, ফিফা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে বার্সেলোনা, রিয়াল মাদ্রিদ, প্যারিস সেন্ত জার্মেইয়ের মত ইউরোপের শীর্ষ ক্লাবগুলো প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
বেকেনবাওয়ারের প্রতিকৃতিতে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর বিশ্বকাপজয়ী সতীর্থ পল ব্রেইটনার, তাঁর কোচিংয়ে বিশ্বকাপ জেতা লোথার ম্যাথাউজ এবং পরের প্রজন্মের আরেক বিশ্বকাপজয়ী বাস্তিয়ান শোয়াইস্টাইগার।
সবুজ মাঠে বেকেনবাওয়ারের প্রতিকৃতির চারপাশে শ্রদ্ধা-ভালবাসার ফুলগুলো শোভা পেয়েছে।
পুরো স্টেডিয়ামে ছিলেন বিশ হাজার মানুষ।

সালাহ কি আফ্রিকান নেশনস কাপে আর খেলতে পারবেন

আপনজন ডেস্ক: মিসর কোচ রুই ভিতোরিয়া কোনো রাখঢাক রাখেননি। মূল কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছেন তিনি–মোহাম্মদ সালাহ এবারের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস প্রতিযোগিতায় আর খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে ‘এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।’
কোনো কিছু বলা আগাম হয়ে যায়। কারণ? চোট। গতকাল ঘানার বিপক্ষে মিসরের ২-২ গোলে ড্র ম্যাচে চোট পান সালাহ। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে দৌড়াতে গিয়ে হঠাৎই বসে পড়েন লিভারপুল তারকা। তাঁর চোখ–মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, চোটে পড়েছেন, চিকিৎসক দলের সাহায্য প্রয়োজন। এরপর তাঁকে তুলে নেন কোচ ভিতোরিয়া। মাঠ ছাড়ার সময় বারবার বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিং দেখাচ্ছিলেন সালাহ। স্বস্তি নিয়ে যে হাঁটতে পারছেন না, সেটি পরিষ্কার বোঝা গেছে।
নেশনস কাপে মিসরের টানা দ্বিতীয় ড্রয়ের পর দলটির কোচ ভিতোরিয়া সালাহর চোট নিয়ে কথা বলেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে, ‘(সালাহর) সমস্যাটা কী, সেটি এখনো জানা যায়নি। আশা করছি, যেন বড় কিছু না হয়...এখনই কোনো কিছু বলা আগাম হয়ে যায়। সালাহ অসাধারণ খেলোয়াড়। বিশ্বের অন্যতম সেরা। এমন খেলোয়াড় যেন সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকে, সেটাই আমরা চাই।’
নেশনস কাপে ঘানার আগে মোজাম্বিকের বিপক্ষেও ড্র করে মিসর। সেদিন পিছিয়ে থাকা মিসর যোগ করা সময়ে সালাহর পেনাল্টি থেকে করা গোলে হার এড়ায়। দ্বিতীয় ম্যাচেও ঘানাই প্রথম এগিয়ে যায়।
ভিতোরিয়া জানিয়েছেন, ঘানার বিপক্ষে প্রথমার্ধে গোল হজমের পর দলের খেলোয়াড়েরা একটু বিমর্ষ ছিলেন। তবে এর সঙ্গে সালাহর চোটের যে কোনো সম্পর্ক নেই, ‘প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল হজমের পর খেলোয়াড়েরা হতাশ হয়ে পড়েছিল...কিন্তু এটাই ফুটবল। বিরতির পর মানসিকতা পাল্টেছে খেলোয়াড়দের। আর সালাহও এর কারণ নয়। ফলটা ভালো হয়নি। দল নিজেদের নিংড়েই খেলেছে।’
টানা দুই ড্রয়ে পরের ধাপে ওঠার পথ কিছুটা হলেও মিসরের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। এর সঙ্গে সালাহও যদি মাঠ থেকে ছিটকে যান, পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠবে। ভিতোরিয়া অবশ্য সালাহকে ছাড়াও মিসর নেশনস কাপ জয়ের সামর্থ্য রাখে বলে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন, ‘কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া কেউ শিরোপা জিততে পারে না...আজ আমরা সেটি দেখিয়েছি, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে।’
মিসর দুটি গোলই করেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ঘানার হয়ে দুই অর্ধে একটি করে গোল মোহাম্মদ কুদুসের।
মিসর নেশনস কাপে সবচেয়ে সফল দল। এখন পর্যন্ত জিতেছে সাতবার। তবে সালাহ এখনো গলায় চ্যাম্পিয়নের পদক পরতে পারেননি। দুবার (২০১৭ ও ২০২২) ফাইনালে উঠে হেরেছেন।

আরও একটি রুদ্ধশ্বাস ডার্বিতে রিয়ালকে হারালো অ্যাটলেটিকো

আপনজন: ৮ দিনের ব্যবধানে দুই ম্যাচ, দুটিতেই সমান উত্তেজনা-উত্তাপ। আর দুটিতেই হলো ফল একই। দুইবার পিছিয়ে পড়ে দুবারই সমতা টেনে ম্যাচে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে হারতেই হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। এতে করে কোপা দেল রেতে কার্লো আনচেলত্তির দলের অপরাজেয় যাত্রা থেমে যায়।
গতকাল ঘরের মাঠে স্পেনের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলোয় রিয়ালকে ৪-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে অ্যাটলেটিকো। ডিয়েগো সিমেওনের দলের হয়ে গোল করেন সামুয়েল দিয়াস লিনো, আলভারো মোরাতা, আতোয়ান গ্রিজম্যান ও রদ্রিগো রিকেলমে।
চলতি মৌসুমে এটা রিয়ালের দ্বিতীয় হার, দুটোই অ্যাটলেটিকোর বিপক্ষে। আর চলতি মৌসুমে ঘরের মাঠে নিজেদের অপরাজেয় যাত্রা অব্যাহত রাখল অ্যাটলেটিকো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচের তাদের জয় ১৩টি অন্যটি ড্র।
এদিন ম্যাচের ৩৯তম মিনিটে প্রথম গোল পায় অ্যাটলেটিকো। রদ্রিগো ডি পলের ক্রসে গ্রিজমানের মাথা ছুঁয়ে আসা বল হেডে ক্লিয়ার করার চেষ্টায় উল্টো নিজেদের দিকে ঠেলে দেন রেয়ালের ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার। সেখান থেকে বল পেয়ে হাফ ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন লিনো।
প্রথমার্ধের শেষদিকে গোলরক্ষকের আত্মঘাতি গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। মদ্রিচের ফ্রি-কিক এগিয়ে এসে কয়েক জনের মাথার ওপরে হাত বাড়িয়ে পাঞ্চ করতে যান ওবলাক, বল তার হাতের ওপরের দিকে লেগে নিজেদের জালেই জড়ায়।

কালিয়াচক হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক● কালিয়াচক

আপনজন: মালদার কালিয়াচক হাই স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ছিল ছাত্রীদের নৃত্য ও নাট্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠান। প্রত্যেক প্রতিযোগিতা বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং সকলকেই সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কালিয়াচক সাব ডিভিশন অফিসার ফাইজাল রাজা, কালিয়াচক-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্যতম সদস্য শেখ সাহাবুদ্দিন আলম, কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েত প্রধান জাসমিন খাতুন, বিশিষ্ট চিকিৎসক দিবস কুমার সিনহা এছাড়াও বহু গুনীজনরা।
কালিয়াচক হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সায়েম আসগার জানান, বর্তমান সময়ের যুব সমাজ খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হয়ে মোবাইল গেমের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ও মাঠ মুখি হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমরা জানি খেলাধুলা শিক্ষারই এক অঙ্গ তাই খেলাধুলা করলে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের বলব পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাও করতে। এছাড়াও আমরা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকল অতিথিদের বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করি। ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষাদের জন্যেও ছিল আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান।

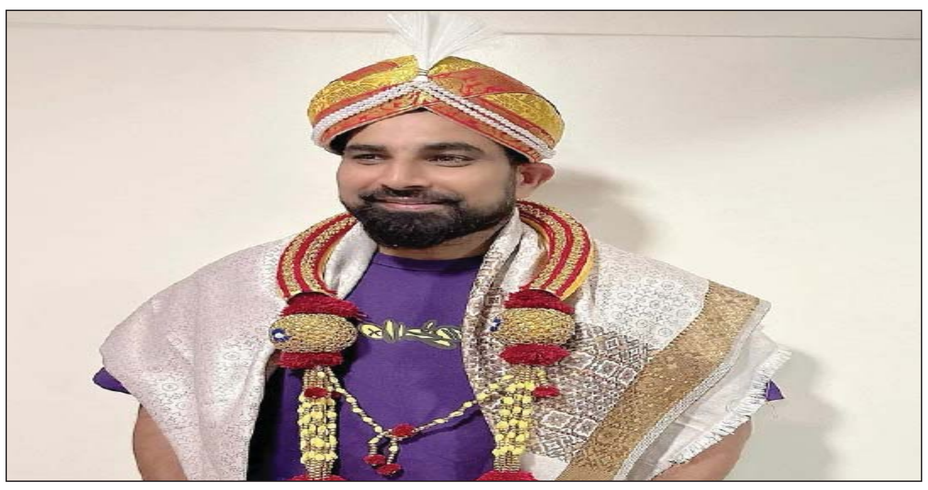

বন্ধুরা এভাবেই বরণ করে নিয়েছেন মোহাম্মদ শামিকে। ছবিটি দিয়ে শামি লিখেছেন, ‘আমার বন্ধুদের ধন্যবাদ।’ ইনস্টাগ্রাম

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**